NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

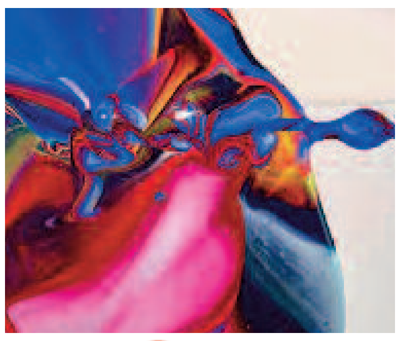

৪ সুখের কাঁটা আমাদের ভাবাচ্ছে

প্রতিবাদী মহিলাদের নিয়ে মিছিল ও কর্মীসভা ৫

কলকাতা ৩০ মার্চ ২০২৪ ১৬ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৮৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 30.3.2024, Vol.17, Issue No. 287, 8 Pages, Price 3.00

কলকাতার সময়

আজ	কাল
১৯ রমজান	২০ রমজান
ইফতার	সেহরি শেষ
০৫.৫৬	০৪.০৯

এক নজরে

বরাহনগর বিধানসভায় প্রার্থী সায়ন্তিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেস বরাহনগর ও ভগবানগোলা বিধানসভার উপ নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরাহনগরে প্রার্থী করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা বিধানসভার উপ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন রেয়াত হোসেন সরকারক। উল্লেখ্য, ভগবানগোলার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ইদ্রিস আলির প্রয়াণে সেখানে উপনির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ছে। বরাহনগরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস রায় বিধানসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। সেই কারণে ওই আসনেও উপনির্বাচন হচ্ছে। লোকসভা ভোটের সঙ্গেই ৭ মে তৃতীয় দফা লোকসভা ভোটের দিন ভগবানগোলা উপনির্বাচনে ভোট দেওয়া হবে। ১ জুন সপ্তম দফা লোকসভা ভোটের দিন বরানগরে হবে উপনির্বাচন।

আধার-এলপিজি তথ্য যাচাইয়ে ডেডলাইন

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: গ্যাসের আধার যাচাই ৩১ মার্চের মধ্যে সারতে হবে। অর্থাৎ হাতে সময় মাত্র দুদিন। তেল সংস্থাগুলিকে চিঠি দিয়ে ডেডলাইন জানিয়ে দিল কেন্দ্র। ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের ডিরেক্টরদের চিঠি দিয়ে কেন্দ্রের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। গ্যাস সংস্থাগুলি সূত্রে খবর, এ পর্যন্ত মোটামুটি ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ গ্রাহকের তথ্য যাচাই সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ আর মাত্র দুদিনের মধ্যে ২০-৩০ শতাংশ গ্রাহকের তথ্য যাচাই করতে হবে। যা একপ্রকার অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছর অক্টোবরে কেন্দ্র তেল সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেয়, সমস্ত গ্রাহকদের বায়োমেট্রিক তথ্য তথা আধার তথ্য যাচাই করতে হবে। সেসময় সেই তথ্য যাচাই করার কোনও ডেডলাইন দেওয়া হয়নি।

বিহারে চূড়ান্ত ইন্ডিয়ার আসনরফা

পাটনা, ২৯ মার্চ: অবশেষে বিহারে আরজেডি ও কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা সম্পূর্ণ। শুক্রবার ঘোষিত হল 'মহাগঠবন্ধনে'র আসন রফা। জানিয়ে দেওয়া হল আরজেডি লড়বে ২৬ আসনে। অন্যদিকে, কংগ্রেস ৯টি আসনে। বাকি পাঁচ আসনে লড়বেন বাম প্রার্থীরা। কংগ্রেস বিহারে ৯ আসনেই লড়তে চেয়েছিল। ফলে তাদের প্রত্যাশা পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে। তবু পূর্ণিয়ায় লড়তে চেয়েও সেখানে আসন পায়নি কংগ্রেস। পাপ্পু যাদব চেয়েছিলেন ওই আসন থেকে লড়তে। কিন্তু আরজেডি ওই আসনে বিমা ভারতীকে দাঁড় করাচ্ছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

কংগ্রেসকে আয়কর জরিমানা

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: কংগ্রেসকে ১৭০০ কোটি টাকা জরিমানা আয়কর দপ্তরের। বৃহস্পতিবারই দিল্লি হাইকোর্ট কংগ্রেসের চারটি পিটিশন খারিজ করে দেয়। ২০১৭ থেকে ২০২১, চারটি অর্থবর্ষে কংগ্রেসের আয়কর রিটার্নের হিসাব পুনঃমূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আয়কর বিভাগ। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু তা খারিজ করে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই লোকসভা ভোটের আগে আয়কর দপ্তরের এই নোটিসে বড় চাপে পড়লেন রাহুল-খাড়গেরা। উল্লেখ্য, আয়কর নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের প্রধান ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয় আয়কর বিভাগ।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

ভোটের আগে কলকাতায় ফের উদ্ধার বিপুল নগদ

ছাতু ব্যবসায়ীর অফিসে আয়কর হানা, আটক হল ৫৮ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের মুখে কলকাতায় এক ছাতু ব্যবসায়ীর অফিস থেকে মিলল বিপুল টাকা। আয়কর দপ্তর হানায় ওই টাকা উদ্ধার হয়েছে। আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর, প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

আয়কর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চেতলায় ছাতু প্রস্তুতকারী সংস্থার অফিসে গত দু'দিন ধরে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। তাতে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। নিয়ম মেনে সেই টাকা আটক করা হয়েছে। ভোটের মুখে এই পরিমাণ টাকা উদ্ধার হওয়ার কথা নির্বাচন কমিশনেও জানানো হবে বলে আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর। কেন্দ্রীয় সংস্থার সূত্রের দাবি, কোথা থেকে ওই পরিমাণ টাকা এল, তার কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি ওই ব্যবসায়ী।

ভোট ঘোষণার পরেই দেশ জুড়ে আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়েছে। তার পর থেকে রাজ্যে কোথায় কত হিসাব-বহির্ভূত নগদ, মদ, মাদক উদ্ধার হয়েছে, বৃহস্পতিবার তার পরিসংখ্যান দিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার তালিকা প্রকাশের আগে পর্যন্ত এ রাজ্য থেকে ৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা হিসাব-বহির্ভূত নগদ উদ্ধার হয়েছে। ওই সময়কালে উদ্ধার হয়েছে ৩০ কোটি

৯৬ লক্ষ টাকার মদ। বৃহস্পতিবার তালিকা প্রকাশের আগে পর্যন্ত ১৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার মাদক, ২২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার দামি ধাতু, ৫২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার উপঢৌকন উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলি সবই হিসাব-বহির্ভূত। ভোটের দিন ঘোষণার সময় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, অবাধ, স্বচ্ছ ভোট করানোর ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হল চার 'এম'; মাসল (পেশিশক্তি), মানি (অর্থ), মিসইনফরমেশন (ভুয়ো তথ্য), এমসিসি (নির্বাচনী আচরণবিধি) লঙ্ঘন। সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় প্রথম দিন থেকেই সক্রিয় পদক্ষেপ করছে কমিশন। বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে নগদ, মাদক, উপঢৌকন, দামি ধাতু। তাদের হয়ে এই কাজটি করে থাকে ইডি, আয়কর দপ্তর, রাজ্য পুলিশ, সিবিআই-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বাহিনী, তদন্তকারী সংস্থা।

ভোটের প্রচারে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে ইডি-সিবিআই

দিল্লিতে গিয়ে কমিশনে নালিশ তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূলের প্রচারে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইছে বিজেপি। দিল্লিতে গিয়ে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি এবং দলের আরও চার জন প্রতিনিধি শুক্রবার দিল্লি গিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। তার পর কমিশনের দপ্তরের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তৃণমূল নেতৃত্ব।

তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলে শশী ছাড়াও ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, সাকেত গোখেল এবং সাগরিকা ঘোষ। তাঁরা কমিশনের দপ্তরে গিয়ে নানা অভিযোগ-সহ একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। শশী জানান, তাঁদের চিঠি গ্রহণ করেছে কমিশন। আগামী সোমবার তা নিয়ে আলোচনা হবে। ওই দিন আবার তৃণমূলের প্রতিনিধিরা কমিশনের দপ্তরে যাবেন। কমিশনের দপ্তরের বাইরে শশী সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা একটি চিঠি নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছি। চিঠি গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা কমিশনের কাছে কিছুটা সময় চেয়েছিলাম। সোমবার সেই সময় পাওয়া গিয়েছে। আবার আমাদের প্রতিনিধি দল আসবে। আজকের চিঠি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।'

শশী আরও বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। দেশের সর্বত্র এখন আদর্শ আচরণবিধি চলছে। এই সময়ে কোনও দলের কোনও অভিযোগ থাকলে কমিশনের দ্বারস্থ হতে হয়। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা বাংলায় কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। আমাদের প্রার্থী মহুয়া মৈত্র, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিং, কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাসদের বাড়িতে তারা হানা দিচ্ছে। প্রার্থী থেকে শুরু করে কাউন্সিলর, কাউকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। প্রার্থীকে বিব্রত করার অর্থ প্রচার আটকানো। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়ে এটা করা হচ্ছে। শুধু ইডি, সিবিআই নয়, আয়কর দপ্তর, এনআইএ-র মতো সংস্থাও আমাদের নেতাদের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। কর্মীদের ব্যতিব্যস্ত করা হচ্ছে। এই বিষয়টি আটকানোর ক্ষমতা আছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। দেশের ইতিহাসে এমনটা আগে কখনও দেখা যায়নি। লক্ষ্যণীয়, সব কেন্দ্রীয় সংস্থাই কিন্তু বাংলায় আসছে। বিজেপিশাসিত রাজ্যে যাচ্ছে না। দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন করানোর দায়িত্ব কমিশনের। আমরাও সেটাই চাইছি।' উল্লেখ্য, বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের একটি মামলায় বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে দিল্লিতে তলব করেছিল ইডি। মহুয়া হাজিরা এড়িয়েছেন। তিনি প্রচারে ব্যস্ত বলে জানান। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের বোলপুরের বাড়িতে কিছু দিন আগে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সেখান থেকে নগদ ৪১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। মন্ত্রীকে বুধবার ডেকে পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। তিনিও হাজিরা দিতে যাননি। রাজ্যের আর এক মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস এবং তাঁর স্ত্রী তথা তৃণমূল কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাসের বাড়িতে টানা ৭০ ঘণ্টা তল্লাশি চালান আয়কর দপ্তরের আধিকারিকেরা। তাঁকেও ১৫ দিনের মধ্যে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল।

তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করতে এনআইএ-কে তালিকা বিজেপির

বিস্ফোরক দাবি কুণালের, পাল্টা শমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের মুখে তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করাতে এনআইকে তালিকা দিয়েছে বিজেপি। এক্স হ্যান্ডলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ট্যাগ করে বিস্ফোরক দাবি করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কুণালের এমন মন্তব্যের পালটা খোঁচা দেন বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের।

কুণাল ঘোষের দাবি, ২ জন বিজেপি নেতা নিউটাউনে এসপি ডি আর সিংয়ের বাসভবনে গোপন বৈঠক করেন। নিজাম প্যালেসেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতারা। একটি তালিকা দেওয়া হয়। কোন কোন তৃণমূল নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করতে হবে, কাকে তলব করতে হবে, সে সম্পর্কিত একটি তালিকা দেওয়া হয়। এনআইএ-কে ট্যাগ করে এই তথ্য আদৌ সত্য নাকি মিথ্যা, সে প্রশ্ন করেন কুণাল। তাঁর আরও দাবি, শনিবার এনআইএ তল্লাশি করবে। বিজেপির দেওয়া তালিকা অনুযায়ী বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হবে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ইডি-সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী

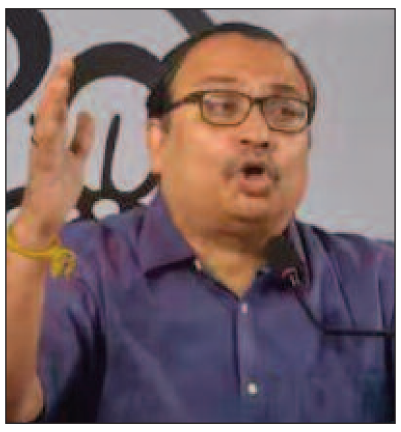

সংস্থাকে যে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে বিজেপি, সে অভিযোগ আগেও করেছে তৃণমূল। শুক্রবার দিল্লিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনে এই ইস্যুতে নালিশও জানিয়েছেন তৃণমূলের পাঁচ প্রতিনিধি। ভোটের মুখে মহুয়া মৈত্রর কলকাতা এবং কৃষ্ণনগরের চার ঠিকানায় তল্লাশি, হাজিরার নোটিস রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই দাবি তৃণমূলের। সুকৌশলে ভোট প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি। দিনকয়েক আগে কৃষ্ণনগরের বিদায়ী সাংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে গ্রেপ্তারির আশঙ্কা প্রকাশও করেছিলেন কুণাল ঘোষ।

আর তার পর ভোটের মুখে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তারির তালিকা তৈরি করে দেওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূল নেতার। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এতদিন তো বলতেন শুভেন্দু, সুকান্তর নির্দেশ দিত। আর তার পর তল্লাশি হত বলত। ভাঙা রেকর্ডের মতো বাজাত। তাহলে এখন শুভেন্দুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন? সুকান্তর সঙ্গে চা খেয়েছেন? নাকি তিনজনে মিলে গিয়েছেন? ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না। কুণাল ঘোষ একজন সাংবাদিক। বিভিন্ন জায়গার খবরাখবর রাখেন। জেনেশুনেই নিশ্চয়ই বলেছেন। অভিনন্দন।'

আদালতের নির্দেশ এলেই ৭ দিনের মধ্যে এসএলএসটিদের চাকরি: ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএলএসটি চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ নিয়ে প্রথম থেকেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে দুষেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আবারও একই কথা শোনা গেল তাঁর গলায়। তবে এবার তিনি এও জানান, আদালত নির্দেশ দিলে সাতদিনে এসএলএসটিতে নিয়োগ হবে। প্রসঙ্গত, এই নিয়োগ নিয়ে দফায় দফায় বৈঠকে বসেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তবে সমাধান সূত্র অধরাই থেকে যায় প্রতিবারই। এই প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু এও জানান, 'আমার মনে হয় আদালত খুব তাড়াতাড়ি রায় দিয়ে দেবে। জটও খুব তাড়াতাড়ি খুলে যাবে। প্রাইমারির জট খুলে গিয়েছে, আমরা হেড মাস্টার নিয়োগ করতে যাচ্ছি। এসএলএসটির যে জট তা ভোটের পর খুলে ফেলব।' এরই রেশ ধরে ব্রাত্য এও জানান, আদালতের নির্দেশের

অপেক্ষায় তাঁরা। নির্দেশ এলে অতি দ্রুততার সঙ্গেই নিয়োগ দেওয়া হবে। একইসঙ্গে এসএলএসটিদের নিয়োগ প্রসঙ্গে ব্রাত্য এও বলেন, 'এসএসসির সঙ্গে দীর্ঘ মিটিং করেছি। আদালত নির্দেশের পর আমরা সাতদিনের মধ্যে পারব।' ব্রাত্যর সংযোজন, 'বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন আন্দোলনকারীদের মধ্যে বেশির ভাগই দালাল আছেন। এরা কেউ যোগ্য নয় চাকরি পাওয়ার।' এর আগে কুণাল ঘোষ বলেছিলেন এসএলএসটি নবম-দ্বাদশের নিয়োগের জটটা বিকট হয়েছিল। বলেছিলেন, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি থাকাকালীন সমাধান খোঁজার বদলে জটিলতা তৈরি করেন। কুণালের বক্তব্য ছিল, চাইলে সবুজ সঙ্কেত দিতেই পারতেন তিনি।

চতুর্মুখী লড়াইয়ে 'খেলা হবে' মুর্শিদাবাদে

শুভাশিস বিশ্বাস

কখনও ডান আবার কখনও বাম। বারবার এমনই পরিবর্তন দেখছে মুর্শিদাবাদ। আটের দশক থেকে একটা দীর্ঘ সময় মুর্শিদাবাদকে বলা হত বামেদের গড়। এমনকী, ২০১৪ সালে রাজ্যে যে দু'টি আসনে বামেরা জিতেছিল তার মধ্যেও একটি ছিল এই মুর্শিদাবাদ। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০১৯ সালে প্রথমবার এই লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। এবারও তাঁর উপরেই আস্থা তৃণমূলের। তবে এবার চমক এই কেন্দ্র থেকে বাম প্রার্থী সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বামেরা প্রার্থী দেওয়ার আগেই অবশ্য এই কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে আইএসএফও। ফলে এবার মুর্শিদাবাদে লড়াই চতুর্মুখী।

তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে কংগ্রেস আর বামেদের মধ্যে একটা টালবাহানা চলছিলই। কংগ্রেসের কাছে মুর্শিদাবাদ আসনটি দাবি করেছিল সিপিএম। বামেরা এই আসনে প্রার্থী করতে চায় দলের পরিচিত কোনও মুখকে। মুর্শিদাবাদ আসনের বিনিময়ে কংগ্রেসকে অন্য দু'টি আসন ছাড়তে রাজি বামেরা। সেই সঙ্গে বহরমপুর আসনে অধীরকে নিঃশর্ত সমর্থনও। কিন্তু কংগ্রেসের তরফ থেকে দীর্ঘদিন নীরবতা অবলম্বন করায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে না ধরে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বামেরা। সেই কারণে সাম্প্রতিক অতীতে তুলনামূলক ভাল ফল করা মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রকে পাখির চোখ করে বামেরা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিও নিতে থাকে। মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা আসন হল ভগবানগোলা, রানিনগর, মুর্শিদাবাদ, হরিহরপাড়া, ডোমকল, জলঙ্গি এবং করিমপুর। এর মধ্যে করিমপুর বিধানসভা আসনটি নদিয়া জেলায়। বাকি ৬টি আসন মুর্শিদাবাদ জেলায়।

এদিকে, ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে এই জেলায় সাত বিধানসভার মধ্যে বর্তমানে ছটি তৃণমূলের দখলে। একটি আসন রয়েছে বিজেপির কাছে। ২০২৪-এ রাজ্যের তৃতীয় দফার ভোটে এই কেন্দ্রের সঙ্গেই উপ-নির্বাচনের জন্য ভোট নেওয়া হবে ভগবানগোলায়। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে সাতটি আসনের মধ্যে মুর্শিদাবাদে জেতেন বিজেপি প্রার্থী গৌরীশঙ্কর ঘোষ। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে এখানে একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে তৃণমূলেরই।

এখানে আরও একটা কথা মনে রাখতেই হবে, মুর্শিদাবাদ লোকসভায় সংখ্যালঘু শ্রেণির সংখ্যা বেশ অনেকটাই বেশি। সমীক্ষা বলছে, এই আসনে মুসলিম ভোটার প্রায় ১১,৭৯,৩০০। যা ভোটার তালিকা অনুসারে প্রায় ৬৮.৫ শতাংশ। মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্র বর্তমানে জাত ভিত্তিক জনসংখ্যা শতাংশের বিচারে বৌদ্ধ ০.০১ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৩১ শতাংশ, জৈন ০.০৮ শতাংশ, শিখ ০.০২ শতাংশ, তপসিলি জাতি ১০.২ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ১.৩ শতাংশ। লোকসভা কেন্দ্রের স্বাক্ষরতার হার হল ৫৮.৫৬ শতাংশ। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে গ্রামীণ ভোটারের সংখ্যা প্রায় ১৬, ১২,৪৯৬জন। যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৩.৬ শতাংশ। আর শহুরে ভোটার প্রায় ১,১০, ২৫৬ জন। ভোটদানের দিক থেকে বেশ ভাল হার-ই থাকে মুর্শিদাবাদে। ২০১৯-এ এই ভোটদানের হার ছিল ৮৪.২ শতাংশ।

মুর্শিদাবাদ রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৫২ সালে দেশের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে এই আসনে জেতে কংগ্রেস। ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রথমবার এই আসনে জেতে বামেরা। এরপর মুর্শিদাবাদে আধিপত্য ছিল বামেদেরই। ২০১৪-তেও যখন রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের ঝড় তখনও এই কেন্দ্রে সিপিএম এবং কংগ্রেসের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে সিপিএম প্রার্থী বদরুদ্দোজা খান ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৪৭ ভোট পান। কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল মান্নান হোসেন পান ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৪৯৪ ভোট। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী মহম্মদ আলির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৭। চতুর্থ স্থানে ছিল বিজেপি। প্রার্থী সুজিত কুমার ঘোষ পেয়েছিলেন ১ লক্ষ ১ হাজার ৬৯ ভোট। বদরুদ্দোজা খান জেতেন ১৮ হাজার ৪৫৩ ভোটে। এরপর ২০১৯ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে এই মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের। নির্বাচনে কংগ্রেস ও বিজেপিকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দেয় তৃণমূল। তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন আবু তাহের খান। আর কংগ্রেসের আবু হেনা। অন্যদিকে, আবার কংগ্রেস ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে গিয়ে প্রার্থী হন হুমায়ুন কবীর। নির্বাচনী লড়াইয়ে তৃণমূল প্রার্থী পান ৬ লক্ষ ৪ হাজার ৩৪৬ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের আবু হেনার পক্ষে ভোট পড়ে ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯২৯টি। বিজেপি প্রার্থী হুমায়ুন পান ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০৯ ভোট। ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৪১৭ ভোটে জেতেন আবু তাহের খান। তবে ২০২৪-এ এই মুর্শিদাবাদকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। যে কারণে এই আসনে স্থানীয় বিধায়ক গৌরী শংকর ঘোষকেই ট্রাম্প কার্ড হিসেবে বেছে নিয়েছে বিজেপি। বঙ্গ বিজেপি শিবিরের ধারনা, গৌরীশঙ্কর দক্ষ সংগঠক। বর্তমান বিধায়কও তিনি। শুধু তাই নয়, বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড এও মনে করছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা হলেও গত কয়েক বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ মুখ ঘোরাতে শুরু করছে। গত লোকসভা নির্বাচন থেকেই এই কেন্দ্রে ভোট বাড়াতে শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে, তৃণমূল তাদের বর্তমান সাংসদ আবু তাহের খানকেই প্রার্থী করেছে। আবু তাহেরের দাবি, ২০১৯ সালের ভোটে মুর্শিদাবাদের মানুষ ২ লক্ষ ২৬ হাজার ভোটে জিতিয়েছেন। মানুষের আশীর্বাদ তাঁর সঙ্গে রয়েছে। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, প্রথমবার সাংসদ হয়ে লোকসভায় গিয়ে মানুষের দাবি আদায়ের চেষ্টা করেছেন। অসুস্থতা কাটিয়ে লোকসভায় গিয়ে একসঙ্গে ২০ কোটি টাকাও এনেছেন। সব মিলিয়ে যে বার্তা তিনি দিয়েছেন, তা হল মানুষের পাশে রয়েছেন তিনি। এদিকে এই কেন্দ্রেই সিপিএমের প্রার্থী হলেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সত্যিই 'খেলা' জমে গেল নবাবের জেলা মুর্শিদাবাদে।

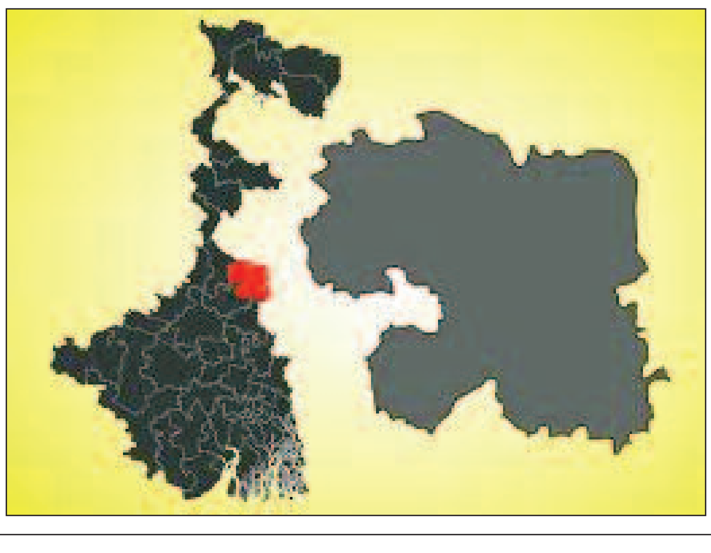

সি ভিজিল অ্যাপসের মাধ্যমে জানানো অভিযোগের একশো শতাংশ নিষ্পত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগ জানানোর জন্য চালু হওয়া নির্বাচন কমিশনের সি ভিজিল অ্যাপসের মাধ্যেমে জানানো অভিযোগের প্রায় একশো শতাংশ নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে।

লোকসভা ভোট ঘোষণার পর দেশজুড়ে সি ভিজিল অ্যাপসের মাধ্যমে ৭৯ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে।

এর মধ্যে ৯৯ শতাংশ অভিযোগের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। যার মধ্যে ৮৯ শতাংশ অভিযোগ জমা পড়ার ১০০ মিনিটের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে তাদের দাবি। দেশজুড়ে জমা পড়া ও ৭৯ হাজার অভিযোগের মধ্যে বেআইনি হোর্ডিং নিয়ে ৫৮ হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়েছিল।

ভোটারদের প্রবাবিত করতে উৎকোচ বা উপহার বিলি সংক্রান্ত ১৪০০ অভিযোগ জমা পড়ে। ভয় দেখানো এবং অস্ত্র প্রদর্শনের ৫৩৫টি অভিযোগ জমা পড়ে। যার মধ্যে ৫২৯ টি অভিযোগের ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রচারের সময়সীমার সময় পেরিয়ে যাওয়া পরে ও মাইক ব্যবহার করা এবং প্রচার চালানোর হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। সি ভিজিল অ্যাপসের মাধ্যমে আদর্শ নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘনের উপরে অনেকটাই লাগাম টানা সম্ভব হয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে।

ভোট চলাকালীন সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ ও গণবন্টন সচল রাখতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচন চলাকালীনও সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ ও গণবণ্টন ব্যবস্থা যাতে সচল থাকে খাদ্য দপ্তর তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মী আধিকারিকদের ভোটের কাজে যুক্ত না করার জন্য জেলাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি কোথাও খাদ্য শস্য কেনা ও বিলি করার কাজে নিযুক্ত আধিকারিকদের ভোটের কাজে নিযুক্ত করা হয় সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের রিলিজ করতে বলা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যে ধান সংগ্রহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে খাদ্য দপ্তরের কর্তারা জেলাগুলির সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন। ভোট পর্বে যাতে রেশন ব্যবস্থায় সঙ্কট সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করতে ওই বৈঠকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সংক্রান্ত যেকোনও সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতেও বলা হয়েছে। খাদ্যের গুণমান ও ওজনের উপর নজরদারি বৃদ্ধিরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে চলতি খরিফ মরশুমে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৯ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। খরিফ মরশুমের মেয়াদ অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৭০ লক্ষ টন ধানক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। গত খরিফ মরশুমে সরকারি উদ্যোগে ধান সংগ্রহের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৫ লক্ষ টন। তবে এবার খোলাবাজারে ধানের দাম চড়া থাকায় সরকারের কাছে ধান বিক্রির ব্যাপারে চাষিদের একাংশের মধ্যে উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে খাদ্য দপ্তর সূত্রে দাবি। এই পরিস্থিতিতে চাষির দরজায় গিয়ে ধানক্রয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বেনফেড, ইসিএসসি-র মতো সরকারি সংস্থাকে ধান কেনার কাজে আরও সক্রিয় হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২৪, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Debasis Das Dey S/o. Sankar Prosad Das Dey ও Debashish Das De S/o. S. Das De উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৩/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪২৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sukumar Bag S/o. Kanai Bag ও Sukumar Adhikari S/o. Bijay Adhikari সাং আমোদঘাটা, মগরা, হুগলী উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৩/২৪, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Shanti Mandal W/o. Paritosh Mandal D/o. Keshtapada Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভাই Ashok Biswas S/o. Nitai Biswas ও Ashok Mandal S/o. Keshtapada Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০শে মার্চ। ১৬ই চৈত্র। শনি বার।পন্‌ঞ্চমী তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী শনির মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেস্টমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে সনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্চ বিদ্বায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারের প্রবীণ সদস্যের মতামত কে গুরুত্ব দেওয়ায় আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রী জগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : পরিবারে অশান্তির মূল আপনার বিশেষ কোন মানুষ।কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। নিজ গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে হরি ওম বলুন। শনি মন্ত্র শং বলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং পরিজনেরা আপনার মতামত কে গুরুত্ব দেবেন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম রানাঘাটের District Delegate আদালত, রানাঘাট, নদীয়া।

Mise Succession Case No. 09/2023

দরখাস্তকারী ১) সুদর্শন কুণ্ডু, পিতা- মৃত সুভাষ চন্দ্র কুন্ডু ওরফে সুভাষ কুণ্ডু, ২) রীমা কুন্ডু, পিতা- মৃত সুভাষ চন্দ্র কুণ্ডু ওরফে সুভাষ কুণ্ডু, উভয়ের সাং- জগপুর রোর্ড কোটপাড়া (দত্ত বাজার), পোষ্ট ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন নং-৭৪১২০১।

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যায় যে, উক্ত দরখাস্তকারীগন রানাঘাট থানার অধীন জগপুর রোর্ড কোর্টপাড়া (দত্ত বাজার) নিবাসী মৃত ঝর্না কুণ্ডু (স্বামী- মৃত সুভাষ চন্দ্র কুন্ডু ওরফে সুভাষ কুন্ড) নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকার Succession Certificate পাইবার জন্য উপরোক্ত নং দরখাস্ত করিয়াছেন। এখনে উক্ত কেসে (মোকর্দ্দমা) সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির কোন রকম আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিবস মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে। অদ্য আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

The Schedule of Debt Security of deceased Jharna Kundu

SL; Name of the Debtor; Amount of Debt; The Instrument by which debts secured.

1. State Bank Of India Anulia Branch, IFSC SBIN0008857, P.O- Anulia, P.S-Ranaghat, Dist-Nadia, PIN No.- 741255; Rs.4,50,000/- + Interest; L028G SBI Magnum Income Fund Regula. Growth, Folio No. 13726389.

By Order of the Court
Gopal Das.
Sheristader
Civil Judge Jr. Division 1st Court at Ranaghat, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম রানাঘাটের District Delegate আদালত, রানাঘাট, নদীয়া।

Mise Succession Case No. 08/2023

দরখাস্তকারী ১) সুদর্শন কুণ্ডু, পিতা- মৃত সুভাষ চন্দ্র কুন্ডু ওরফে সুভাষ কুণ্ডু, ২) রীমা কুন্ডু, পিতা- মৃত সুভাষ চন্দ্র কুণ্ডু ওরফে সুভাষ কুণ্ডু, উভয়ের সাং- জগপুর রোর্ড কোটপাড়া (দত্ত বাজার), পোষ্ট ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন নং-৭৪১২০১।

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যায় যে, উক্ত দরখাস্তকারীগন রানাঘাট থানার অধীন জগপুর রোর্ড কোর্টপাড়া (দত্ত বাজার) নিবাসী মৃত সুভাষ চন্দ্র কুন্ডু ওরফে সুভাষ কুন্ড (পিতা- মৃত নারায়ন চন্দ্র কুন্ডু) নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকার Succession Certificate পাইবার জন্য উপরোক্ত নং দরখাস্ত করিয়াছেন। এখনে উক্ত কেসে (মোকর্দ্দমা) সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির কোন রকম আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিবস মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে। অদ্য আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

The Schedule of Debt Security of deceased Subhas Chandra Kundu alias Subhas Kundu

SL; Name of the Debtor; Amount of Debt; The Instrument by which debts secured.

1. State Bank Of India Anulia Branch, IFSC SBIN0008857, P.O- Anulia, P.S-Ranaghat, Dist-Nadia, PIN No.- 741255; Rs.4,50,000/- + Interest; L028G SBI Magnum Income Fund Regula. Growth, Folio No. 13726249.

By Order of the Court
Gopal Das.
Sheristader
In the Court of District Delegate at Ranaghat, Nadia

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE, HOOGHLY AT CHINSURAH

Ref.: Act 39 Case No.- 40/2015

Petitioners: 1. Soumitra Deb Sarkar, 2. Anima Deb Sarkar
-VS.-
Respondents

Draft paper publication filed on behalf of the petitioners named above

Most Respectfully Sheweth:
It is hereby notified that **1. Soumitra Deb Sarkar**, S/o.- Lt. Sridhar Deb Sarkar, and **2. Anima Deb Sarkar,** W/o.- Soumitra Deb Sarkar, both are of Jagudaspara, P.S.- Chinsurah, P.O. & Dist.- Hooghly, PIN.- 712103, both being the joint-executors of the **last will dated 16/07/2009 of Late Sriharsha Deb Sarkar,** S/o.- Late Ram Ratan Sarkar, of Jagudaspara, P.O. & Dist. - Hooghly, P.S.- Chinsurah, PIN.- 712103, have jointly instituted an **Act 39 Case No.- 40/2015** before the Court of Ld. District Delegate,/ Ld. Civil Judge (Senior Division), 1st Court, Hooghly at Chinsurah, u/s. 276 and 224 of the Indian Succession Act, 1925, **praying for grant of probate of the last will dated 16/07/2009 of Late Sriharsha Deb Sarkar** in respect of the three properties situated under Dist.- Hooghly, P.S.- Chinsurah, District Sub-Registrar Hooghly, Hooghly-Chinsurah Municipality, in (1) R.S. Dag No.-985, L.R. Dag No.- 2139, measuring about 0.012 decimals out of 0.32 decimal with standing "pacca" "Bastu" rooms, (2) R.S. Dag No.- 984, L.R. Dag No.- 2141, measuring about 0.014 decimals out of 0.036 decimals with "pacca" "Bastu" rooms, and (3) R.S. Dag No.-983, L.R. Dag No.-2140, measuring about 0.005 decimals out of 0.013 decimals (approx.) with 2 rooms "Bastu", respectively. The next-of-kin/ legal representatives of the testator of the will dated 16/07/2009, namely, Late Sriharsha Deb Sarkar, are hereby notified to appear before the Ld. Court in person or by pleader and file their objections (if any) within 30 (thirty) days of this paper publication.

Prepared at my chamber and under my supervision
Date: 07/03/2024 **Arka Nag**
Place: Chinsurah Advocate

Charan Singh
Signature of the Seristadar District Delegate Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

বাজেট বরাদ্দ যথাযথভাবে খরচ করাতে উদ্যোগী অর্থ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী সোমবার নতুন আর্থিক বছরের প্রথম দিন থেকেই যাতে রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তর তাদের বাজেট বরাদ্দ যথাযথভাবে খরচ করে অর্থ দপ্তর সেজন্য উদ্যোগী হয়েছে। চলতি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগেই এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে হয়েছে। সেখানে উন্নয়নমূলক ও জরুরি সরকারি কাজে বাজেটে বরাদ্দ খরচের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রথম ধাপের বরাদ্দ ছাড়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার, জয় বাংলা পেনশনের মতো উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে মোট বরাদ্দের ৩৩ শতাংশ অর্থ প্রথম দফায় ছাড়া হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় 'আরআইডিএফ' প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য বাজেট বরাদ্দের ২৫ শতাংশ মেটানো হয়েছে। বেতন ও অন্যান্য প্রশাসনিক খাতে খরচের জন্য মোট বরাদ্দের ৫০ শতাংশই প্রথম দফায় দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে বরাদ্দের ২৫ শতাংশ অর্থ প্রথম দফাতেই মঞ্জুর করা হয়েছে ।

যেমন গান্ধিজিকে বিশ্বাস করি, তেমন ভগত সিং-কেও বিশ্বাস করি: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : যেমন গান্ধিজিকে বিশ্বাস করি, তেমন ভগত সিং-কেও বিশ্বাস করি। শুক্রবার বিকেলে হালিশহরে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের স্মৃতি বিজড়িত কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। বীজপুর ও জগদ্দলে নাকি তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল প্রার্থীর দু'জন বডি গার্ড। একজন বীজপুরের বিধায়ক, আরেকজন জগদ্দলের বিধায়ক। কিন্তু এদিন সকাল থেকেই তিনি বীজপুরে আছেন। আর জগদ্দলে তো তাঁর বাড়ি আছে। তবে আক্রমণ করলে তার ফলও পাবে। বিজেপি প্রার্থীর সংযোজন, তিনি যেমন গান্ধিজিকে বিশ্বাস করেন। তেমন ভগত সিং-কেও তিনি বিশ্বাস করেন। রাজ্যের শাসকদলকে তুলোধনা করে এদিন তিনি বলেন, তৃণমূল মানে পুকুর ভরাট, বালি উত্তোলন, সিন্ডিকেটরাজ। তৃণমূলের ৯০ শতাংশ লুটেপুটে খাচ্ছে। আর গরিব মানুষরা না খেয়ে মরছে।

কাঁচড়াপাড়ায় নিজের হাতে দেওয়াল লিখলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাঁচড়াপাড়ার মিলননগরে শুক্রবার দুপুরে নিজের হাতে দেওয়াল লিখলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। দেওয়াল লেখার পর ওই এলাকায় তিনি ভোট প্রচারও সারলেন। বিজেপি প্রার্থীকে দেখতে এদিন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন বহু সাধারণ মানুষ। নিজের হাতে দেওয়াল লিখন নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, দলের নির্দেশ মতো প্রার্থীকে একবার দেওয়াল লিখতে হয়। তাই নিজের হাতে দেওয়াল লিখলাম। তবে প্রার্থী যদি নিজে দেওয়াল লেখে, তাহলে কর্মীদের উৎসাহ বাড়ে। শাসকদলের উদ্দেশ্যে তাঁর কটাক্ষ, ভারতীয় জনতা পার্টির ওপর সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ আছে। চোর-গুন্ডারা তো ওদিকে থাকে।

তারকা সমাবেশ...

আইটিসি রয়্যালে আয়োজিত ফিল্ম ফেয়ার রেড কার্পেটে উপস্থিত হলেন অভিনেত্রী জয়া এহসান।

জুটিতে হাজির হলেন অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা।

উপস্থিত হলেন গায়ক অনুপম রায়।

ছবি-অদিতি সাহা

সন্দেশখালির পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীকে তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় তেড়েফুঁড়ে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। বারবার হানা দেওয়ার পাশাপাশি নোটিস পাঠিয়ে তলব করা হচ্ছে একের পর এক ব্যক্তিকে। এবার আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা আধুল আলিম মোল্লার বাড়িতে নোটিস দিল সিবিআই। হাজিরার জন্য ফের ডাক পড়েছে আধুল আলিমের।

এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, শুক্রবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অফিসারদের একটি টিম প্রথমে গিয়েছিল ন্যাজাট থানায়। তারপর সেখান থেকে আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতে যান সিবিআই অফিসাররা। উল্লেখ্য, এই আধুল আলিমকে শুক্রবার মিলিয়ে তৃতীয়বার নোটিস দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডির উপর হামলার ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে নিজাম প্যালেসে নিজেদের দপ্তরে তলবও করেছে সিবিআই। কিন্তু আগের দু'বারের নোটিসের পরও হাজিরা দেননি তিনি।

গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিলেন ইডির আধিকারিকেরা। কিন্তু, ইডির অফিসাররা সেদিন শাহজাহানের বাড়িতে ঢোকা তো দূরে থাক, উল্টে এক তীব্র জনরোষের মুখে পড়েছিলেন ইডির অফিসাররা। তারপর থেকেই এলাকা থেকে দীর্ঘদিন বেপাত্তা থাকার পর অবশেষে গ্রেপ্তার হয়েছে শাহজাহান। সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় ঠিক কী হয়েছিল, সেই নিয়ে এবার তদন্তে নেমেছে অপর কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই।

তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আধুল আলিমকে প্রথমে ১৩ মার্চ নোটিস দেয় সিবিআই। তবে সেই নোটিসে হাজিরা দেননি তিনি। এরপর ফের দ্বিতীয় নোটিস পাঠানো হয় সিবিআইয়ের তরফে। তারপরও নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে দেখা যায়নি তাঁকে। এবার ফের নিজাম প্যালেসে হাজিরার জন্য তৃতীয় দফায় আধুল আলিমের বাড়িতে নোটিস পাঠাল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, আধুল আলম নামে এই ব্যক্তি পেশায় ব্যবসায়ী। তাঁর স্ত্রী আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। এদিকে আধুল আলিমের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাই যেতে পারছেন না।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩০ মার্চ ২০২৪ ১৬ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার

নির্বাচনী খাতে প্রার্থীদের খরচের ঊর্ধ্বসীমা বাড়াল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনে মিটিং, মিছিল, সভা, রোড শো, দেওয়াল লিখন আর প্রচার তথা গোটা নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থী পিছু খরচ হয় প্রচুর টাকা। এবার সেই খরচের ঊর্ধ্বসীমাই বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন। গত লোকসভা ভোটে প্রার্থী পিছু প্রচারের খরচের ঊর্ধ্বসীমা ছিল ৭০ লাখ টাকা। কিন্তু পাঁচ বছরের ব্যবধানে সেই খরচের ঊর্ধ্বসীমা এক লাফে ২৫ লাখ টাকা বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ এই নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য খরচের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ৯৫ লাখ টাকা করেছে কমিশন। আর কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়েই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'এটা নির্বাচন কমিশন বেশ কিছুদিন আগেই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে

জানিয়ে দিয়েছিল। এরই মধ্যে দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বক্তব্য, অর্থাভাবে নির্বাচন লড়তে পারছি না। দেশের অর্থমন্ত্রী, যাঁর প্রায় ৩ কোটি টাকার সম্পদ আছে, তিনি বলছেন অর্থাভাবে নির্বাচনে লড়তে পারছি না। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, এই ৯৫ লাখ টাকা ঊর্ধ্বসীমা কি শুধুই কাগজেকলমে না টাকা নেই বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ৯৫ লাখ টাকা খরচের ক্ষমতা নেই?

এদিকে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার আরও প্রশ্ন তোলেন, 'নির্বাচন কমিশন যখন ৯৫ লাখ টাকা ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করছে, সেটা কি বাস্তব নির্ভর?' এক্ষেত্রে জয়প্রকাশ মজুমদারের দাবি, 'নির্মলা সীতারমণের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এর সঙ্গে গ্রাউন্ড রিয়্যালিটির কোনও যোগাযোগ নেই।'

অন্যদিকে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার মনে হয় ১৬ - ১৭ লাখ মানুষের একটা লোকসভায় ৯৫ লাখ টাকা বেশ কঠিন।' পাশাপাশি সিপিএম নেতা তথা লোকসভা ভোটের প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'নির্বাচন কমিশন ৯৫ লাখ টাকা ঊর্ধ্বসীমা করে দিয়েছে। আমার বিবেচনায় এতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। নির্বাচনী প্রচারের জন্য এটা যথোচিত বলেই আমি মনে করি। এই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবে যাঁরা মনে করবেন হেলিকপ্টার ঘোরা ছাড়া বা বিলাস করা ছাড়া ভোট হয় না, বা যাঁরা মনে করবেন ভোট মানে টাকার খেলা, তাদের এতে অসুবিধা হতে পারে।'

টাকা নিয়েও যাদবপুরের ফেস্টে পারফর্ম না করার অভিযোগ উঠল এক কমেডিয়ানের দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সর্বভারতীয় স্তরের এক কমেডিয়ানের বিরুদ্ধে টাকা নিয়েও যাদবপুরের ছাত্র সংসদ আয়োজিত ফেস্ট-এ পারফর্ম না করার অভিযোগ উঠল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি নাকি সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা নিয়েও স্টেজে ওঠেননি। ফেরতও দেননি ছাত্র সংসদের দেওয়া ওই টাকা। এদিকে একজন ইউটিউবার ও কমেডিয়ান যে কলকাতায় কয়েক ঘণ্টার শোয়ের জন্যে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা নিতে পারেন, তা জেনে অনেকেই বিস্মিত। সঙ্গে এও জানা গেছে, ফাইভ স্টার হোটেলে থেকে, ফ্লাইটে যাতায়াত করে এত লক্ষ টাকা নিয়ে ক্যাম্পাসে হাজির হয়েও তিনি স্টেজে ওঠেননি। এবার ওই টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করার জন্যে কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছে ছাত্র সংসদ ফেটস্যু। এই ঘটনায় যাদবপুর কর্তৃপক্ষ গোটা বিষয়টি বিশদে লিখে

জমা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

সূত্রে খবর, যাদবপুরের সল্টলেক ক্যাম্পাসে কিছুদিন আগে ফেটস্যু আয়োজিত ফেস্ট 'সৃজন'-এর আয়োজন হয়েছিল। গত ২৪ মার্চ বিকেলে সেই মঞ্চে পারফর্ম করার কথা ছিল ওই কমেডিয়ানের। যিনি জন্মসূত্রে একজন কাশ্মীরি পণ্ডিত। অ্যামাজন প্রাইম-সহ কয়েকটি জনপ্রিয় স্ট্যান্ড-আপ কমেডি শোয়ে পারফর্ম করে তিনি বেশ পরিচিতিও লাভ করেছেন বলে খবর। আর এই ওই কমেডিয়ানকে একটি সংস্থার মাধ্যমে 'বুক' করেছিল ফেটস্যু। এর জন্য প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা খরচ হয়। সূত্রের খবর, ওই কমেডিয়ান শোয়ের আগে কয়েকটি শর্ত চাপান। যেমন, ৫০০-র বেশি অডিয়েন্স রাখা যাবে না, ব্যালকনি বা মঞ্চের আশেপাশে কেউ দাঁড়াতে পারবেন না, ইত্যাদি। সেই শর্ত মতো এই প্রথম ফেস্ট-এ দর্শকদের বসার ব্যবস্থাও করা হয়।

এরপর শোয়ের সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে এসে ওই কমেডিয়ানের মনে হয়নি তাঁর শর্তগুলি পূরণ হয়েছে। ফলে তিনি ক্যাম্পাস থেকে চলে যান। মাথায় হাত পড়ে আয়োজকদের। অনেক অনুরোধ করেও তাঁকে পারফর্ম করতে রাজি করানো যায়নি। যে সংস্থার সূত্রে ওই কমেডিয়ানকে আনা হয়েছিল, তারাও কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারেনি। বিভিন্ন স্পনসর ও প্রাক্তনীদের ডোনেশনে কষ্টার্জিত টাকা এ ভাবে মার যাওয়ায় বেশির ভাগ পড়ুয়াই নিজেদের প্রতারিত মনে করছেন। উল্টে ওই কমেডিয়ান পারফর্ম না করে সোশ্যাল মিডিয়ায় যাদবপুর সম্পর্কে নানা কটু কথা বলে চলেছেন বলেও অভিযোগ। তাঁর কাছে টাকা চাওয়া হলে তিনি 'টার্মস অ্যান্ড কনডিশন' দেখিয়েছেন। উল্টো দিকে পড়ুয়ারা তাঁর সঙ্গে সরসারি কোনও এগ্রিমেন্ট না করায় টাকা ফেরত পাওয়া নিয়ে ফ্যাসাদ বেড়েছে। এ ব্যাপারে ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায়ের দ্বারস্থ হয়েছে ফেটস্যু। রজত জানান, ইউনিয়নকে পুরো বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে জানাতে বলা হয়েছে। তা খতিয়ে দেখে পরের পদক্ষেপ করা হবে।

বিপদ থেকে বাঁচতে দমদম বিমানবন্দরে তড়িঘড়ি অবতরণ অ্যালায়েন্স এয়ারলাইন্সের বিমানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার আকাশে একের পর এক বিপদ এসেই চলেছে বিমান পরিবহণের। বৃহস্পতিবার বিকেলে ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর থেকে ওড়ার পরই বড়সড় বিপদের মুখে পড়ে অ্যালায়েন্স এয়ারলাইন্সের ৯আই ৭৪৫ বিমান। রউরকেল্লা যাওয়ার কথা ছিল বিমানটির। বিমানটি যখন কলকাতার কাছাকাছি, সেই সময় হঠাৎ ককপিটের সব ডিসপ্লে বন্ধ হয়ে যায়। ককপিটে যে সব সঙ্কেত দেখে বিমান এগিয়ে নিয়ে যান পাইলট ও তাঁর সহকারী, সেগুলো সবই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ে বিমানটি। দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, এই সময় বিমানে ছিলেন ৬৭ জন যাত্রী ও চারজন কেবিন ক্রু। কোনওরকমে কলকাতা বিমানবন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হন পাইলট।

দমদম বিমানবন্দর সূত্রে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার যখন ঘটনাটি ঘটে তখন ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল ৪ টে ৪০ মিনিট। ককপিটে ডিসপ্লের একাধিক সঙ্কেত মিলছেল না। ঝুঁকি বাড়তে পারে দেখেই পাইলট কলকাতার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও বিমানটিকে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করানোর জন্য অনুমতি চান। সেই মতো অনুমতি মিললে ৬৭ জন যাত্রী এবং চারজন কেবিন ক্রু নিয়ে বিমানটি কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। পরবর্তী সময়ে বিমানটি ২৭ নম্বর বে- তে পার্ক করানো হয়। বিমান থেকে সমস্ত যাত্রীদের নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফলে রক্ষা পান যাত্রীরা। এরপর ঘটনার তদন্তে নেমে জানা যায়, অ্যালায়েন্স এয়ারলাইন্সের ৯আই ৭৪৫ বিমানটি কলকাতার আকাশে প্রযুক্তিগত সমস্যার মুখে পড়েছিল। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতির পর সেই বিমানটি রউরকেল্লার উদ্দেশে রওনা হয়। পরে নিরাপদেও পৌঁছয় ওই বিমান।

প্রকাশিত হল বামেদের চতুর্থ প্রার্থী তালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রকাশিত হল বামদের চতুর্থ দফার প্রার্থী তালিকা। এর আগে ২১ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। শুক্রবার আরও দু'জনের নাম ঘোষণা করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। সাংবাদিক বৈঠক করে ঝাড়গ্রাম ও আরামবাগের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়। ২০২৪ এর লোকসভা ভোটে আরামবাগ থেকে তৃণমূল ও বিজেপিকে টক্কর দিতে বামেদের 'তুরুপের তাস' বিপ্লব কুমার মৈত্র। অপরদিকে, ঝাড়গ্রাম থেকে লড়াই করবেন সোনামণি মুর্মু (টুডু)।

এদিকে এইবার আরামবাগ থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন মিতালি বাগ। গতবারও এই কেন্দ্র থেকে লড়েছিলেন অপরূপা পোদ্দার। যদিও এইবার তিনি টিকিট পাননি। অপরদিকে, ঝাড়গ্রাম থেকে তৃণমূল প্রার্থী করা হয়েছে কালীপদ সোরেনকে। তবে প্রার্থী তালিকার ট্রেন্ড বোঝাচ্ছে, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে মূলত তরুণ মুখদের উপরই ভরসা রেখেছেন বাম নেতৃত্ব। যেমন, যাদবপুরে বামেদের টিকিটে লড়ছেন এসএফআই-র প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। অপরদিকে, শ্রীরামপুরে লড়ছেন দীপ্সিতা ধর।

গার্ডেনরিচে বাড়ি ভাঙা নিয়েও অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচের বেআইনি নির্মাণ ঘিরে অস্বস্তি বেড়েই চলছে রাজ্যের। কারণ, বৃহস্পতিবার একটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় পুরকর্মীদের। পুরকর্মীদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বাসিন্দারা। উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। প্রশ্ন ওঠে, পুনর্বাসনের আগেই কীভাবে বাড়ি ভাঙা হয় তা নিয়েও। বাড়ি ভাঙা হলে সন্তান-বয়স্ক মানুষদের নিয়ে কোথায় যাওয়া হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বাসিন্দারা। এই ঘটনাতেই অসহায় মেয়র ফিরহাদ হাকিম। প্রশ্ন উঠছে, একটি বাড়ি ভাঙতে গিয়েই যদি এই পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে বাকি সব বেআইনি বাড়ি ভাঙতে গেলে কী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে তা নিয়েও। এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, 'সব কিছু সম্ভব নয়। আমরা যেটা ভাবি, বা টিভিতে যেটা দেখি, বাস্তবে করতে গেলে অনেক রকমের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। তারই একটা ঝলক আপনারা দেখলেন। আর এই ঝলক যদি আরও এক হাজার গুণ বেশি হয়, তাহলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, এতগুলো মানুষের বাসস্থানের জোগাড়, সেটাও একটা সমস্যা। এটা দেখেই নিশ্চিতভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। মহামান্য আদালতও সেটা ভেবেই নির্দেশ দেয়।' প্রসঙ্গত, সপ্তাহ দুয়েক আগেই রবিবার মধ্যরাতে ভেঙে পড়ে গার্ডেনরিচের একটি বেআইনি বাড়ি। তাতে মৃত্যু হয় কমপক্ষে ১১ জনের। আহত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন। রাজ্য জুড়ে সাড়া ফেলে দেয় এই ঘটনা। বেআইনি নির্মাণের বিস্তর অভিযোগ ওঠে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। যদিও প্রথম দিকে মেয়র দাবি করে আসছিলেন, বেআইনি নির্মাণ দেখার বিষয় পুরকর্তাদের। তবে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার প্রসঙ্গেও ফিরহাদ হাকিম জানান, 'আমরা এখনও একশো শতাংশ অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করতে পারছি না, এটা ঠিক। সমস্যা হচ্ছে, ওই এলাকায় গরিব মানুষ ঢুকে গিয়েছেন। অল্প পয়সার ফ্ল্যাট কিনে রয়েছে। এখন উচ্ছেদটাও সমস্যা হয়ে গিয়েছে। গরিবমানুষগুলো অল্প টাকায় ঘর কিনে রয়েছে। আমি তাই আমার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টকে বলি, যখন শুরু হচ্ছে, তখনই অ্যাকশন নিন।' এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '৮০০ টা বেআইনি বাড়ি রয়েছে। সবগুলোর সঙ্গেই ববি হাকিমের লিঙ্ক রয়েছে। এর আগে ওখানকারই বাসিন্দা আমির খানের বাড়ি থেকে ১৭ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে।' সঙ্গে এও জানান, জোকা হরিদেবপুর থেকে বারাসাতের শেষ মাথা পর্যন্ত যদি যান, তাহলে কোনও পুকুর পাবেন না।

বিশ্বজিত সরকারের ওপর আক্রমণের ঘটনার তদন্তে সিআরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দোল পূর্ণিমার দিন কাঁকুরগাছির ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত অভিজিৎ সরকারের দাদার উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন অভিজিৎ সরকারের দাদা বিশ্বজিৎ। এবার এই ঘটনার তদন্তে এলেন সিআরপিএফের এক উচ্চপদস্থ কর্তা। যেহেতু হাইকোর্টের নির্দেশে দাদা বিশ্বজিৎ সিআরপিএফ নিরাপত্তা পান, তারপরও কী করে এই ঘটনা ঘটল তার তদন্তে নামলেন সিআরপিএফের এই কর্তা। কোথায় ঘটনাটি ঘটেছে, কীভাবে ঘটেছে, সে ব্যাপারে বিশ্বজিৎ ও তাঁর নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকা সিআরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন অফিসার। একইসঙ্গে

দোল পূর্ণিমার দিন কাঁকুরগাছির ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত অভিজিৎ সরকারের দাদার উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন অভিজিৎ সরকারের দাদা বিশ্বজিৎ। এবার এই ঘটনার তদন্তে এলেন সিআরপিএফের এক উচ্চপদস্থ কর্তা।

কলকাতা পুলিশের কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। শুধু তাই নয়, এলাকায় কোথায় কোথায় সিসিটিভি আছে সে ব্যাপারেও খোঁজ নেন সিআরপিএফ কর্তা। বিশ্বজিৎ সরকারের বক্তব্য, সেদিন তৃণমূলের আক্রমণের পর সিআরপিএফ জওয়ানরাই তাঁকে উদ্ধার করেন।

প্রসঙ্গত, এ বছর দোলের দিন কাঁকুরগাছি এলাকায় বিজেপি কর্মী বিশ্বজিৎ সরকারকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, বাড়ির সামনেই শাসকদলের দুষ্কৃতীরা তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। নারকেলডাঙা থানায় বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিশ্বজিৎকে চিকিৎসার জন্য এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিশ্বজিতের অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনের আগে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার জন্যই এইগুলো করা হচ্ছে।

ক্রমেই বাড়ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা, স্বস্তি মিলবে না এখনই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাত: দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত গরমের মাত্রা বাড়বে। বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কোনও কোনও জায়গায় ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের বড় অংশজুড়ে শক্তিশালী মেঘ তৈরি হওয়ার মতো পরিস্থিতি আপাতত দেখা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ফলে আপাতত গরমের দাপট বাড়বে, বাড়বে অস্বস্তি। সপ্তাহান্তে অবশ্য কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরির সম্ভাবনা আছে।

সারাদিন ধরে চড়া রোদ ওঠার জেরে তাপমাত্রা বাড়ছে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দু'একদিনের মধ্যে কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

৩৫-৩৬ ডিগ্রি ছুঁতে পারে। মার্চ মাসে এখনও পর্যন্ত কলকাতায় গরমের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। মার্চ মাসে কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রি হওয়ার নজির সাম্প্রতিক অতীতে আছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি চলে যেতে পারে।

মুকুল দা 'বিজয়ী ভব' আশীর্বাদ দিলেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়েকদিন আগে প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তড়িৎ বরণ তোপদারের ব্যারাকপুরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়েছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। শুক্রবার বেলায় তিনি কাঁচড়াপাড়ার ঘটক রোডে একদা রাজনীতির চাণক্য মুকুল রায়ের বাড়িতে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিলেন। মুকুল রায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, তড়িৎ বাবুর বাড়িতে গিয়ে আশীর্বাদ নিয়েছিলাম। এবার মুকুল দার আশীর্বাদ নিলাম। ওনার সঙ্গে তাঁর বহু পুরনো সম্পর্ক। তবে মুকুল দা গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে 'বিজয়ী ভব' আশীর্বাদ দিলেন। বিদায়ী সাংসদ জানালেন, মুকুল দার শরীর

এখন ভালো আছে। ঘরে ঢোকা মাত্রই তাকে উনি চিনতে পেরেছেন। এমনকী তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে বসে চা-ও খেলেন। বাড়িতে বিজেপি প্রার্থীর আগমন নিয়ে মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায় বলেন, সৌজন্যেমূলক সাক্ষাৎ করতে উনি এসেছিলেন। বাবার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিলেন। তবে রাজনীতি নিয়ে কোনও কথা হয়নি।

প্রচারে বেরিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল প্রার্থী সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: শুক্রবার ছুটির দিন প্রচারে নেমে বেশ অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই পড়তে হল যাদবপুরের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষকে। এদিন হুডখোলা জিপে প্রচারে যান সায়নী। রোদ থেকে বাঁচতে মাথা ঢাকা ছিল সাদা ওড়নায়। সোনারপুরে যেতেই এলাকাবাসীর বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। সঙ্গে তাঁরা এও জানান, 'জল নেই, রাস্তা খারাপ ভোট দেব না।'

সূত্রে খবর, শুক্রবার ছুটির দিন থাকলেও সোনারপুরে প্রচারে বেরিয়েছিলেন সায়নী ঘোষ। জিপের মধ্যে থেকেই হাত দেখাচ্ছিলেন। সেই সময় রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েকজন মহিলা। সায়নীর গাড়ি এগোতেই তাঁরা জানান, 'রাস্তা নেই। জল নেই। ভোট দেব না।' প্রত্যুত্তরে সায়নী জানতে চান, ভোট না দিলে রাস্তা হয়ে যাবে কি না তাও। তবে তাতে এলাকাবাসীর ক্ষোভ দমানো কিন্তু যায়নি। তাঁদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট, 'কাউকেই ভোট দেব না। দরকার নেই ভোট দেওয়ার। দিলেও হবে না। না দিলেও হবে না।'

তবে সায়নীর বক্তব্য ছিল, 'অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়া কোনও কিছুই সম্ভব নয়। আর কেন্দ্র টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। তাই সংসদে গিয়ে আমাদের অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে।'

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর বিশ্বজিৎদের উদ্যোগে যাদবপুরেরর তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ প্রচারে নামেন। আর এই প্রচারকে ঘিরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সেখানে ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলারা এই মিছিলে অংশ নেন।

নিজেকে 'হাওয়া' আখ্যা দিয়ে অর্জুন সিংয়ের দাবি তাঁকে কেউ আটকাতে পারবে না!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার নিজেকে 'হাওয়া' আখ্যা দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। বীজপুরের বুকে তাঁকে ঢুকতে না দেওয়ার ফতোয়া নাকি জারি করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার বীজপুরের থানা মোড়ে শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের এহেন প্রশ্নের জবাবে অর্জুন সিং বলেন, হওয়া-বাতাস আর আগুনকে কেউ কোনওদিন আটকাতে পারেনি। তেমন অর্জুন একটা 'হাওয়া'। তাকে কেউ কোনওদিন আটকাতে পারবে না। বিজেপি প্রার্থীর কথায়, হওয়ার যেমন সব জায়গায় দরকার আছে। তেমনি অর্জুন সিংয়েরও সব জায়গায় দরকার আছে। তৃণমূল নেতাদের কটাক্ষ করে বিজেপি প্রার্থী বলেন, তিনি তো কোনওদিন ফোন বন্ধ করে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাননি। কিন্তু এখানকার ইতিহাস আছে, তৃণমূল নেতারা ফোন বন্ধ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থীর দাবি, তিনি তো সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই

করা লোক। বামজমানায় এই বীজপুরের মাটিতে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এমনকী ২০১৯ সালের নির্বাচনে বীজপুর ও নৈহাটি কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পরাজিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, তৃণমূলের লোকজন বলছে, ২০১৯ সালের সঙ্গে ২০২৪ সালের বিস্তর তফাৎ। এ প্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, তফাৎ তো আছেই। ২০১৯ সালে ১৯ হাজার ভোটে জিতেছিলাম। এবার লক্ষাধিক ভোটে তিনি জয়লাভ করবেন। প্রসঙ্গত, ভাটপাড়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনগ্রামে ওয়ার্ড অফিসের বিপরীতে পুকুর ভরাটের অভিযোগ পেয়ে বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ব্যারাকপুর-১ বিএলএলআরও দীপঙ্কর রায়। জমির মালিককে পুকুরটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন দীপঙ্কর বাবু। পুকুর ভরাট নিয়ে বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, তৃণমূলের লোকজন যদি পুকুর ভরাট না করে, তাহলে ওদের চলবে কি করে। ওদের পুকুর ভরাট করতে দিন। মানুষ তাদের সঙ্গে আছেন।

লোকসভা প্রচারে বিশ্বকাপের ছবি ব্যবহার করতে পারবেন না ইউসুফ, জানাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বিশ্বকাপের ছবি ব্যবহার করে বিপাকে বহরমপুরে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানানো হয় কংগ্রেসের তরফ থেকে। এবার সেই ঘটনায় নিজেদের মত জানাল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফ থেকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বকাপের ছবি ব্যবহার করে আর ভোটের প্রচার করা যাবে না।

উল্লেখ্য, অধীর-গড় বহরমপুরে এবার ঘাসফুল ফোটাতে তৃণমূল কংগ্রেস বাজি ধরেছে বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের উপর। সম্প্রতি ইউসুফের নির্বাচনী প্রচারের একটি ফ্লেক্স ঘিরে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেখানে ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়ের বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছিল। বিশ্বকাপ হাতে ইউসুফের ছবি, সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে ইউসুফের ছবি-সহ আরও বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছিল।

আর এই ফ্লেক্স ঘিরেই তীব্র আপত্তি জানায় মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। অভিযোগ জানানো হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের দুয়ারে। বলা হয়েছিল, ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের উদ্দেশে বিশ্বকাপের ছবি

ব্যবহার করছেন ইউসুফ। সঙ্গে এও বলা হয়েছিল, ভারতরত্ন সচিন তেন্ডুলকরের ছবি ব্যবহার করে সাধারণ ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই অভিযোগ পেতেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপও করেছিল কমিশন। জেলশাসকের থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল। আর এবার কমিশনের থেকে জানিয়ে দেওয়া হল, কোনওভাবেই বিশ্বকাপের ওই ধরনের ছবি আর ব্যবহার করা যাবে না নির্বাচনী প্রচারে। কংগ্রেসের তরফে ইউসুফের বিরুদ্ধে নালিশ জানানোর পরই গর্জে উঠেছিলেন তৃণমূল প্রার্থীও। তাঁরও বক্তব্য ছিল, বিশ্বকাপের সঙ্গে তাঁর ছবি রয়েছে কারণ তিনি বিশ্বকাপ জিতেছেন। বলেছিলেন, তিনি পরিশ্রম করেই এটা অর্জন করেছেন।

সম্পাদকীয়

বৃহৎ পুঁজির মালিকরা এই রাজনৈতিক দলগুলির পিছনে কেন বিপুল পরিমাণ অর্থ দেন?

নির্বাচনী-বন্ডের যাবতীয় তথ্য ৬ মার্চের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াকে যে নির্দেশ দিয়েছিল তার সময়সীমা ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য ব্যাঙ্ক সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের মতে, এই নির্বাচনী-বন্ড হল 'অসাংবিধানিক'। রায়ে বলা হয়েছিল, এই বন্ড হল কোনও কিছুর বিনিময়ে কাউকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা, আদালতের ভাষায় 'কুইড প্রো কুয়ো'। এ এক সাংঘাতিক অভিযোগ, কারণ এর ফলে নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এই তথ্য পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয় না। তথ্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে যারা নির্বাচনী রাস্তায় চলতে গিয়ে হোঁচট খেতে পারে বা মুখ থুবড়ে পড়তে পারে, তারাই ব্যাঙ্কের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন বলে অনেকে যে অভিযোগ তুলছেন তাকে নস্যাৎ করা যায় না। বিরোধীরা একে 'ন্যায়বিচারের সঙ্গে প্রতারণা'র চেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের সরাসরি অভিযোগ, মোদী সরকারের নির্দেশেই রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া নির্বাচনী-বন্ড সংক্রান্ত সমূহ তথ্য ধামাচাপা দিতে চাইছে। তাঁদের মতে, সুপ্রিম কোর্ট ব্যাঙ্কের আর্জি মেনে নিলে কোর্ট নিজেদের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ে নিজেরাই ছুরি চালাবে। সংবাদ সূত্র অনুযায়ী, স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ৩০ দফায় মোট ১৬ হাজার ৫১৮ কোটি টাকার নির্বাচনী-বন্ড বিক্রি হয়েছিল। এর মধ্যে ২০১৭-১৮ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত ৬ বছরে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী-বন্ডের মাধ্যমে ১২ হাজার কোটি টাকারও বেশি চাঁদা পেয়েছিল। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি, ৬,৫৬৪ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছিল বিজেপি একাই। কংগ্রেস পেয়েছে ১,১৩৫ কোটি টাকা, তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১,০৯৩ কোটি টাকা। অন্যান্য যারা বেশি টাকা পেয়েছে তাদের মধ্যে আছে বিজেডি, ডিএমকে, বিআরএস, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, আপ, টিডিপি, শিবসেনা প্রভৃতি। বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন বৃহৎ পুঁজির মালিকরা এই রাজনৈতিক দলগুলির পিছনে এই বিপুল পরিমাণ টাকা ঢেলেছে। আদালত স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, কর্পোরেট কোম্পানি টাকা দেয় তাদের ব্যবসায়িক সুবিধার লক্ষ্যে। ভোটে এই টাকা দেদার ওড়ে, একটা উৎসবের পরিবেশ গড়ে ওঠে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারও ভোটকে 'উৎসব' হিসেবে দেখার পরামর্শ দিচ্ছেন ভোটারদের। ভোটাররা যাতে না ভাবে যে এই টাকার স্রোতে ভাসার মধ্যে কোনও অপরাধ আছে। আদর্শের সঙ্গে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও টাকার বিনিময়ে কোনও দলের মজুরে পরিণত হওয়ার মধ্যে, বা ভোট দেওয়ার মধ্যে কোনও অপরাধ আছে, সে কথা যেন ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এ রায়ের ফলে কি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, এবং ধনকুবের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বন্ধন ছিন্ন হবে? আজ আমাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তাতে কড়ি ফেলে তেল মাখতে মোটা পুঁজির মালিকরা পিছপা হবে না। ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলি টাকা নিতে ইতস্তত করবে না। তাতে বিপাকে পড়বেন সাধারণ ভোটাররা।

আনন্দকথা

"মুমুক্ষুজীব ঃ— যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পার, কেউ বা পারে না।

"মুক্তজীব ঃ— যারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ নয় — যেমন সাধু-মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে।

"যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু-চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে, কখনও জালে পড়ে না — এর নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে। এরা মুমুক্ষুজীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পার না। দু-চারটে ধপাঙ ধপাঙ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়,

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

দেবিকা রানী

১৮৯৯ *বিশিষ্ট লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯০৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দেবিকা রানীর জন্মদিন।*

১৯৪৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

সুখের কাঁটা আমাদের ভাবাচ্ছে

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

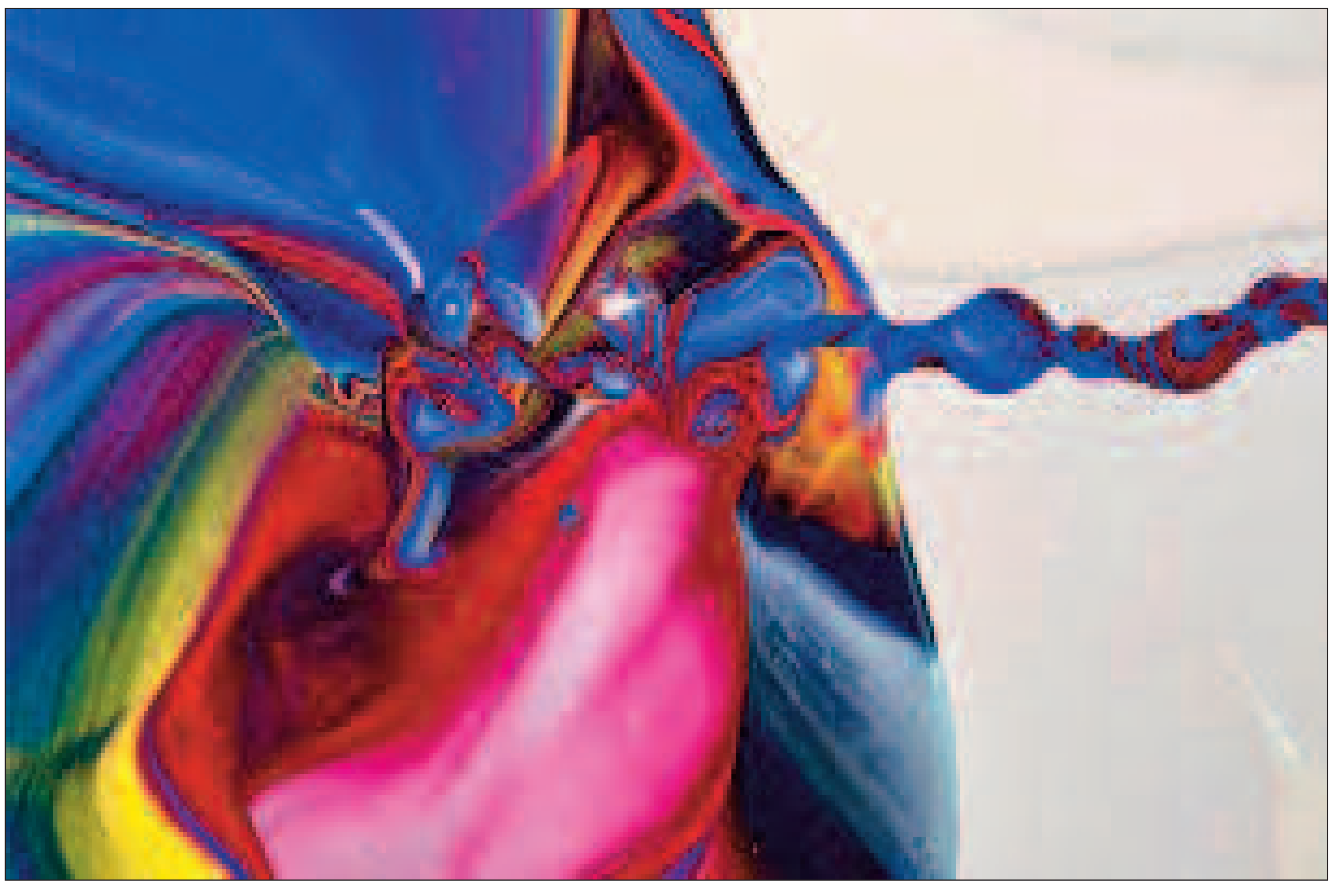

এখনও কত মানুষের মুখটা রঙে রঙে জানান দিচ্ছে দারুণ মজা হুল্লোর হয়েছে এই দোল পূর্ণিমায়। হাতের লালচে আভা রেশ রেখেছে হোলির আনন্দের। পথেঘাটে এখনও রঙ। রঙিন উঠোনের ঘাস গুলো। চারদিকে একটা ভালো লাগার বাতাস। আমরা কি ভাল আছি। আমরা কতটা ভাল আছি। ভাল থাকা অর্থাত খুঁজতে চাইছি আমরা কতটা সুখী। ভাল থাকা মানে যদি চওড়া রাস্তা, মোবাইলে আরো দ্রুত ইন্টারনেট, অনেক বেশী ই- শপিং, ভাল শেয়ার মার্কেট, ভাল ইনভেস্টমেন্ট এবং এমন অসংখ্য ভাল-র তালিকা বেড়েই চলে অথচ মনের, চারিদিকের, ভিতরের , নিজের দ্বন্দ্ব, আত্মবোধের মান ক্রমশ আরো এবং আরো কমতে থাকে তখন কি সত্যিই আমি আমরা ভালো আছি ? যে ভালো-র ভালনাম হল সুখ। সেই সুখ কতটা শ্রীবৃদ্ধির দিকে- তার খোঁজ করিই না আমরা। করিনা বলেই সুখ নামক ভাল জিনিসটা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম চর্চার বিষয়। আমরা ভাল থাকার জন্য অনেক ঘুমডোর ভাঙি। কিন্ত সুখে থাকার ঘরে আমাদের ঝিল্লিস্বর কোথায়! ভারত কতটা সুখী। ভারত কতটা সুখী দেশ। সুলুক সন্ধান করতেই হচ্ছে, যখন দেখি ২০২৪ এর World Happiness Index এ ১৪৩ টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১২৬ এ! খুব হতাশ লাগল এই রিপোর্টে। ২০২৩ এও ১৪৯ টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ছিল ১২৬ তমতে। অর্থাত উন্নতি সে অর্থে কিছুই হয়নি। তবে এও নিশ্চিত যে , যখনই কোনো আন্তর্জাতিক সমীক্ষা হয়, তখন কিছু কিছু পক্ষপাতিত্ব হানা দেয় নানান কূটনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের সমীকরণের তাগিদে। তাই রিপোর্ট যে সবসময়ই নিখুঁত ত্রুটিমুক্ত এবং পক্ষপাতহীন সার্বিক সত্য তা বলার পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি নেই। যদি এই বছরের রিপোর্টটাই আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব ছেড়ে একবার দেখি, দেখা যাবে Happiness index ভারতের আগে অবস্থান করছে ফিলিস্তিন, বাংলাদেশ, ময়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ইউক্রেন, ইরাক! যে সব দেশ কার্যত ক্ষুদ্রদ্ধত্র: (ষ্ঠথন্ঠত্র এ অবস্থান করছে, যারা মূলত অন্য দেশের থেকে এমনকি ভারতের থেকেও সাহায্য কূটনৈতিক সহমর্মীতা প্রার্থনা করে তারা ঠিক কোন কোন সূচকের ভিত্তিতে সুখের ঘরে ভারতের আগে থাকে তা বড় বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসাতো বটেই। গত ২০ই মার্চ, আন্তর্জাতিক সুখ দিবস গেল , যেদিন United Nations এর Sustainable Development Solutions Network এই সুখ রিপোর্টটি প্রকাশ করল। এবং এই রিপোর্ট যদি আংশিক পক্ষপাতিত্ব রেখেও তার কাজ করে, তাও মেনে নিতেই হচ্ছে ভারতের অবস্থান এগিয়ে ৮০, ৯০, ৭০ বড়জোর ৫০ তম অবস্থানে আসবে। যে ভারতকে সারা বিশ্ব মেনে নিচ্ছে চার ট্রিলিয়ন ডলারের অতি সম্ভাবনাময় এবং উদিয়মান অর্থনীতির দেশ , মেনে নিচ্ছে নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে ওয়াশিংটন পোস্ট-- ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির হাব। তখন চিন্তা এবং গভীরে যেতে হয় সুখের প্রতিযোগিতাতে কেন প্রথম দশ কুড়ি কিংবা তিরিশে নেই আমরা? সুখের ঘরে পর পর তিন বছর ধরে প্রথমে রয়েছে ফিনল্যান্ড। প্রথম দশে রয়েছে ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, সুইডেন, ইসরাইল, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, লুক্সামবার্গ, সুইৎজারল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া। লক্ষ্য করি, এর মধ্যে বেশীরভাগ দেশেই প্রবল ঠান্ডা, জন সংখ্যা অনেক কম, বৈচিত্র্য তুলনামূলক ভাবে সীমিত । তবুও তারা সুখী, অন্তত আমাদের চেয়ে সুখী। তবে কি বলব ছোট্ট এশিয়ান দেশ ভূটানের ক্ষেত্রে? যেখানে কত সঙ্কট, সমস্যা, প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝাট তাও ২০১৫ র পর থেকে গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেসে ভূটানের উন্নতি এসেছে। আন্তর্জাতিক মহলেও সুখী দেশ হিসেবে ভূটানের নাম আসে। তাই, ভূটানের মধ্যে দিয়েই প্রমানিত হয় সুখ নামক অদৃশ্য অদ্ভুত বস্তুটি কেবলমাত্রই টাকা বৈভব বিত্তের মাধ্যমে বিবেচ্য হয় না। তবে সুখ পরিমাপ করব কি ভাবে। ক' জন খিল খিল করে হাসলাম, ক' বার হাসলাম, কত কম সংখ্যক আত্মহত্যা হচ্ছে , জনসংখ্যার সার্বিক স্বাস্থ্য কেমন, আশঙ্কা উদ্বেগ উত্তেজনা ইত্যাদির উপস্থিতি কতটা কম তা পরিমাপ করেই কি বলব একটা রাষ্ট্র, জাতি কতটা সুখী। না! বিষয়টা এত সরল না। টাকা যে রাষ্ট্রকে সুখ দেয় না সেকথা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বহুকাল আগেই সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক রিচার্ড ইস্টারলিন বলেন "Economic growth has failed to make us happier since the 1950" তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন জীবন যাত্রার উন্নয়ন করলেও জীবনকে উত্তীর্ণ করতে অক্ষম। Optimal Happiness এক ঐশ্বর্য। যা ভূটানের মত ছোট্ট দরিদ্র দেশ পেয়েছিল। বি বি সি- র সিরিজে বারবার বলেছিল ভূটান সুখের ঠিকানা। পরবর্তীতে Gallup World Poll যখন সমীক্ষা করল, তারাও বলল — ভূটান সত্যিই বড় সুখী দেশ। এবার তলিয়ে দেখি, ভারত সুখের সুখবরে প্রথম দিকে নেই কেন। যে সব কারণ গুলোর জন্য আমরা প্রকৃত সুখ থেকে দূরে- তা যে সত্যিই খুব একটা অযৌক্তিক না, আলোচনা করলেই একমত হব সবাই। একটি মূল সূচক হল পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য। একথা কি অস্বীকার করতে পারি, আমাদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার স্বতঃস্ফূর্ততা যথেষ্ট কম। যা বা সচেতনতা আছে তাও খাতায় কলমে মুখস্থ বিদ্যেতে। তাকে জীবনের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন অভ্যাসে ব্যবহারের মানসিক ও পারিবারিক শিক্ষা আমাদের কম। পরিবেশগত ত্রুটির ফলেই অসংখ্য মানুষ ভারসাম্যহীন পরিস্থিতির সম্মুখীন। অসংখ্য মানুষ সামাজিক সাংস্কৃতিক অসাম্য ও বঞ্চনার শিকার। এতদিন জানতাম, যে দেশে নারীর ভূমিকা সংসদে যত অধিক হবে সে দেশ তত সুখী। কিন্ত ভারতের ক্ষেত্রে সে ফর্মূলাও ঠিক খাটল না। তাই প্রগতিশীল হলেই যে তা সুখ দেবে তা সর্বৈব সত্য নয়। সুখ মাপতে যে সূচকটি মূলত ব্যবহার করে রাষ্ট্র সঙ্ঘ তা হল - Organization for Economic Coéôéoperation and Development (OECD), এবং Well Being Adjusted Life Years (WELLBYs), তার সাথে রয়েছে স্বাস্থ্য এবং তদ যোগে জীবনের মান (quality of life)। দ্বিতীয় যে সূচকটি উল্লেখ করলাম, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ জীবনের প্রকৃত গুরুত্ব সুপ্ত মাধুর্যকে মূল্যায়ন করে। সামাজিক পরিধি নির্ভর সুখ, সামাজিক নিরাপত্তা, সহায়তা, বিশ্বাস, একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, কর্ম ও ব্যক্তি জীবনের ভারসাম্য, প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ, এবং সমতা- এসব মিলেই মূলত দ্বিতীয় সূচকটিকে নির্মাণ করা হয়। আমাদের অস্বীকারের উপায় নেই উল্লিখিত সব উপ- সূচকেই আমাদের মুখ ভার। মন ব্যাজার। খুব সত্যি করে বলিতো যে কটা উপ- সূচক রয়েছে তার প্রত্যেকটিতে ভাল নাম্বার আমরা ক' জন দিতে পারব। ভাল নাম্বার (marks) দিতে অপারগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্ত নীরবে সুখ তৈরির উপাদানগুলোকে। যার সাথে দেশের জিডিপি, অর্থনীতির বিকাশ, নারী সশক্তিকরণ, এবং আইনি পরিকাঠামো উন্নত হওয়ার সাথে সরাসরি সংযোগ প্রায় নেইই। ফিনল্যান্ড, যে প্রথম হচ্ছে পরপর। জনসংখ্যা কম, বছরের অর্দ্ধেক সময় হিম শীতল। সূর্য এই আছে এই নেই। মানুষ জন ফিস ফিস করে কথা বলে। চা এর দোকানে পরনিন্দা পরচর্চা হয়না। আমাদের মত মানুষ গেলে হয়ত ভাবব- এ কি দেশ না মঙ্গলগ্রহ রে বাবা! সত্যিইতো বড্ড এক ঘেয়ে। আমাদের দেশের কোনায় কোনায় যেভাবে সৌভাগ্য শোভা গর্ব উল্লাস সমারোহ স্রোত সঞ্চারিত প্রাণ- তার ধারকাছেও নেই ফিনল্যান্ড এমনকি সুইৎজারল্যান্ডও। কিন্ত ওরা সুখী। আমার যদি নিজের অভিজ্ঞতাই বলি— সুইৎজারল্যান্ডে- সত্যিই মানুষ সুখী। কারণ ওদেশে শিশু জানেনা উঁদুর দৌড় কি। পরচর্চা পরনিন্দা কি। জীবনের অধ্যায়ে অন্যের নাক গলানো কি। সিঙ্গেল মাদারকে গ্লানি বইতে হয়না। সামাজিক খোঁটা খেতে হয়না। গাছ কেটে সেলুন তৈরি হয় না দুমদাম। রাজনৈতিক দাদাগিরি নেই। এবং এমন অনেক ইত্যাদিই নেই । তা না থাকাতেই বোধহয় উল্লিখিত সবকটা উপ-সূচক জিতে যায়। ওখানে আমাদের মত অতিথি নারায়ণ বলে না। জানেই না এমন ঔদার্য এমন সংস্কারও যে হতে পারে। কিন্ত জানে , শেখান হয় - রাষ্ট্র একটি সম্পত্তি এবং মানব সম্পদ অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই ওরা স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ করে পথে হাঁটেনা। ওরা একজন মানুষকে রিসোর্স হিসেবে দেখে , ফলে ভেদাভেদের সম্ভাবনা কম। আধ্যাত্মিক চেতনায় ওরা ভারতের কাছে নতশির। তবুও সুখ সূচকের নিয়মে ওরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে। ওদের বৈচিত্র্যের অভাব তাই বৈষম্যও নেই। আমাদের প্রতি ইঞ্চিতেই বিভিন্নতা তাই হাজার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ সমতা ভারতে আনা যাবে না। তবে সুখের উৎসুখ অন্তর নিয়ে এটা বলতেই হবে আমাদের মধ্যে ব্যক্তি ও কর্ম জীবনের ভারসাম্যে আজ বিষম গোলযোগ। অভাব শরীর চর্চার। অভাব আধ্যাত্মিক চর্চারও। অধিকাংশ মানুষ অসুবিধার পনমুক্তি চায়। সুবিধা মানে তাদের কাছে কেবলমাত্রই জাগতিক সুযোগের খোঁজ করা। করতে গিয়ে একজন গ্রামের মানুষ শহরে আসল। সুখ যে আর উলুধ্বনিতে এল না। জীবন কোথায়? জিজ্ঞেস করতে না করতেই তার সামনে ক্ষীণ অস্ফুট সব উত্তর। শহরের কোলাহলে হতবুদ্ধি। যার পোশাকী নাম Urban migration — আমাদের মত উন্নতশীল দেশের প্রথম অসুখ। রাষ্ট্রের পরিকাঠামো নিঃসন্দেহে উন্নত হচ্ছে কিন্ত মনের পরিকাঠামোতে হাজার দস্যু রক্তপাত ঘটাল। সুখ গেল পালিয়ে। তখন ফিনল্যান্ড, নরওয়ে যাদের জনসংখ্যা কম, সংঘাত কম, প্রতিযোগিতা কম তারা সুখের অঙ্কে সত্যিই এগিয়ে গেল। আমাদের দেশে জিম্বাবোয়ে কিংবা সিরিয়ার মত সংঘর্ষ নেই। অস্থিরতা নেই। অর্থনৈতিক সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক সতর্ক সময় নেই। আমরা রাষ্ট্র হিসেবে প্রশ্নাতীতভাবে প্রগতির পথে ও প্রশংসার দাবিদার। তবুও একটা একটা ভোটার তাদের একটা একটা মন সুখের না।

সুখী কে?

মহাভারতে যুধিষ্ঠির কালজয়ী উত্তর দেন। বকরূপী যক্ষ যখন বনবাসী যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেন সুখী কে? উত্তরে বলেন অঋণী ও অপ্রবাসী হয়ে সুস্থ দেহে যে ব্যক্তি বেলাশেষে নিজগৃহে সবার সাথে শাক মাত্র পাক করে খায়- সেই সুখী। আমাদের অসুখী হওয়ার যদি কোনো কারণ থেকে থাকে তবে তা যুধিষ্ঠির কথিত সূচকের পরিপূর্ণতা রাখতে অক্ষম হচ্ছে বলেই । রাষ্ট্র সঙ্ঘ এবং আরো নানান সংস্থা বিভিন্ন দাঁতভাঙা শব্দ উৎপত্তি করে, নানান সূচক তৈরি করে। কিন্ত সব কথার সারাংশ বোধহয় যুধিষ্ঠিরের উত্তরে অমৃতের মত সঞ্চারিত। নিখিলের আশীর্বাদে একজন মানুষ সুখ নামক Abstract কে স্পর্শ করতে পারে। আমরা Realityর প্রতিস্পর্ধায় সেই Abstract কে চিরন্তনের মাত্রা থেকে বিচ্যুত করছি। তাই আমাদের উন্নতি হচ্ছে কিন্ত উত্তরণ কোথায়! সুখ কোথায়!

ভোটে ভয়, কি হয়?

তন্ময় কবিরাজ

গনতন্ত্রে এখন রোমান সম্রাট নিরোদের মত মানুষদের দাপট। কেউ তো আবার বলছেন দোসর ইডিপাসও রয়েছে,যারা নিজেদের দোষ দেখতে পায়না ।নির্বাচনী বন্ড বাতিল নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ খুব উচ্ছসিত, কারন এতে নাকি রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি এবার সব ফাঁস হয়ে যাবে। অনেকের কাছে আবার এটা গনতন্ত্রের জয়। কারন কেন্দ্র থেকে বেশকিছু দিন আগেই প্রস্তাব এসেছিল,রাজনৈতিক দলের তহবিল নিয়ে জনসাধারনের জানার অধিকার নেই। নির্বাচনী বন্ড বাতিলে সেই প্রস্তাব বাতিল হলো। মানুষের অধিকার যখনই ক্ষুণ্ণ হয়েছে বিচারবিভাগ হস্তক্ষেপ করেছে, গনতন্ত্রে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে সংবিধানের আদর্শকে রক্ষা করেছে।বিচার বিভাগ তাঁদের কর্তব্য পালন করছে আর পালন করছে বলেই বারবার শাসকের রোষানলে পড়ছে। শাসক বিচারব্যবস্থাকে দখল করতে চাইছে যা ইসরাইলে হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যাদের জন্য এতো আয়োজন তাঁরা স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে যাবার পরেও নিজের অধিকার কর্তব্য সম্পকে সচেতন হয়েছে? প্রশ্নটা এই কারণে করলাম কারন বিগত কয়েক বছরে ভারতের গণতন্ত্রের ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে,যে রাজনৈতিক দলের দুর্নীতি বেশি খবরে এসেছে সেই দলই আবার ক্ষমতায় এসেছে। এবার ক্যাগের রিপোর্ট থেকে নির্বাচনী বন্ড - সব ক্ষেত্রেই অভিযোগের আঙুল কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির দিকে,তারপরেও বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে, বিজেপিই এবার লোকসভা ভোটে জয় লাভ করবে। অন্যদিকে, রাজ্যের ক্ষেত্রেও এক ছবি। সন্দেশখালি থেকে গার্ডেনরিচ কান্ড তার পরেও তৃণমূল সরকার রাজ্যে ভোটে এগিয়ে। প্রতিবেশ দেশ চীন যখন সীমান্ত উত্তেজনা থেকে শুরু করে বাজার দখল করছে,তখন ভারত সরকার চীনের দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, অ্যাপস বন্ধ করলে দেশের মানুষ অস্থির হয়ে যায়, চোরাপথে তা সংগ্রহ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়।আবার মুখে চীনকে গালিগালাজ করবে। মানুষের এই দ্বিচারিতা করার জন্যই রাজনীতিবিদরা তার সুযোগ গ্রহণ করছে। বর্তমানে রাজনীতি একটা মানসিক অসুখ। বাড়ি ভাঙা পড়লে উদ্ধারকাজ পরে শুরু হবে, আগে হবে রাজনীতি। আগের সরকার না পরের সরকার,নেতা না প্রোমোটার, ইঞ্জিনিয়ার না কাউন্সিলর - দায় কে নেবে?শুধু দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা।কতো মানুষ মারা গেলো , পরিবার ভেঙে পড়লো সেসব চিন্তা নেই,বরং একটা ক্ষতিপূরণ দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা যেমন সন্দেশখালিতে চলছে। অনেকে ব্যঙ্গ করে বলছে, যত বাড়ি ব্রিজ ভাঙবে ততো শাসকের লাভ কারন ২০১৬ সালে ব্রিজ ভাঙার পরেও শাসক ভালো ভোট পেয়েছিল ।তাই মৃত্যু আর মানুষকে নাড়া দেয় না? মানুষ শুধু সব জায়গাতেই রাজনীতিকেই দেখতে পায়,ওই রবি ঠাকুরের ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের মতো ভূতের ছায়া। আসলে রাজনীতি এখন এতই সস্তা যে সবাই রাজনীতি বুঝতে পারে।রাজনীতিতে পড়াশোনার বালাই নেই। তাই ফেল করা, জেল খাটা আসামি থেকে শুরু করে কবি, সাহিত্যিক,বিচারপতি, হিরো হিরোইন সবাই এখন রাজনীতিতে। কি অপূর্ব সাম্য!শুধু মানুষের দুর্ভাগ্য, এতো মানুষ মানুষের সেবা করবে বলে রাজনীতিতে আসছে অথচ মানুষের ভালো হচ্ছে না,যা ছিল তাই রয়েছে কিংবা আরোও খারাপ হচ্ছে। বরং যারা ভালো করতে এলো তারাই ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠল।মানুষ এসব ঠকবাজির বাইরে কবে বেড়িয়ে আসতে পারবে? যারা আসছে তাদের ক্ষমতার লোভ। কেউ তো বলছে শুকুন যদি রাজনীতি বুঝতো তাহলে হয়তো সেও আসতো?ভালো কাজ করতে হলে রাজনীতিতে আসার দরকার নেই। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা জানে, রাজনীতির জল আজ ঘোলা। কে কোথায় ডুবে কোথায় উঠবে কেউ জানে না? মানুষের সঙ্গে প্রতারনা করাই রাজনীতির মূল মন্ত্র। এখন তো মুখোশ পরে রাজনীতি হয়।তাই বিচারের আসনে থেকেও রাজনীতি করেছে অনেকে। শিক্ষক নিজে রাজনীতি করছে, ছাত্রদের উৎসাহিত করছেন।কই উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশেও রবীন্দ্রনাথ তো শান্তিনিকেতনে রাজনীতিকে ঢুকতে দেননি। এতো মানুষের সেবা করেছেন মাদার টেরেসা কিন্তু রাজনীতি করেননি। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দর বুলি আওড়ায় নেতা মন্ত্রীরা তবু পরধর্মকে সন্মান করতে পারে না। ডিরোজির মুক্ত চিন্তা কোথায়? বিরোধী কথা বললে শাসক মেরে সিঙ্গুর নন্দিগ্রাম বানিয়ে দেবে। মানুষ দেখছে,চারদিকে শোষণ।তবু অবস্থার পরিবর্তন নেই।আসলে চারপাশে অবস্থার সঙ্গে মানুষও পাল্টে ফেলেছে নিজেকে।সে নীরব।তার কিছুই করার নেই। সেই সুযোগেই শাসক অবাধে গনতন্ত্র লুট করে নিচ্ছে। পুকুরের জলে ভাসছে ব্যালট, ছাপ্পা, রীগিং। আর কিছু না পেলে জিনিসের দাম বাড়িয়ে, মদের বিক্রী বাড়িয়ে সেই টাকায় গরিব মানুষকে কিছু আর্থিক ভর্তুকি দিয়ে ভোট কেনার চক্রান্ত চলছে। মানুষের পালাবার জায়গা নেই, যেমন নির্বাচন কমিশন বা বিচারবিভাগের কিছু করার নেই কারন তাদের শাসকের পুলিশ নিয়েই কাজ করতে হয়। তাই যা হবার তাই হচ্ছে। প্রতিবেশী দেশ নেপাল গণতন্ত্রের দুর্নীতিতে দেখে গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়েছে। তারা পুনরায় রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবীতে রাস্তায় নেমেছে।মরতেই যদি হয় তাহলে একজনের হাতেই মরবো! পরোক্ষ গণতন্ত্রে কাটমানির চাপে আসলের থেকে সুদ বেশি! ভারতে গনতন্ত্র এখনও টিকে আছে কারন বিকল্প নেই। ভোট শতাংশ সব দলেরই ৫০ এর নিচে। আজ যে ডান কাল সে বাম।শুধু আদর্শ বিক্রির ডিগবাজি। কেমো চলছে ক্যান্সারের,প্রহসন। নন্দন সেজে উঠে, আইপিএলে চেয়ার লিডার মাতিয়ে রাখে, কিন্তু রাজপথে চাকরির জন্য আন্দোলন করা বেকার ছেলেগুলো একা। একদিকে শিল্প নেই, অন্যদিকে, কর্পোরেটে ছাঁটাই হওয়া বেকারদের কোন রকমে কম বেতনে নিয়োগ করা হচ্ছে। মানুষ ক্রিতদাস পরিনত হচ্ছে। মানুষও আজ পলাতক।কেউ ঘরবন্দী,কেউ বিদেশমুখি,আর যারা একটাও পারলো না তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলো যা পাচ্ছে তাই নিয়েই সুখে থাকার চেষ্টা করছে।কিন্তু সুখে থাকলে তো ভোট হবে না তাই শাসক প্রজার সুখ নষ্ট করতে বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে সেটা লিঙ্গ বৈষম্য, ডিএ থেকে শুরু করে জাতপাত, ধর্ম বা হালফিলের ওরা আমার নীতি। কিছু একটা দরকার যাতে মানুষের সামাজিক জীবন শান্তির না হয়।মানুষ একসঙ্গে থাকলে তো ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতে পারে তাই বিভেদ জারি থাক, পারলে পরিবার, গ্রাম — সব দখল করে নাও। পরিবারগুলো ক্রমশ ভাঙছে ক্যাপসুলে। পরিযায়ী জীবনে শুধুই আতঙ্ক। বনে গেয়েও সুখ নেই।কারন দার্জিলিং বা লাদাখে বিপন্ন পরিবেশ তারাও যশিমঠের সিক্যুয়েল হবার সম্ভাবনা বহন করছে। ইতিমধ্যে জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্য আদালত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি তৈরি করে দিয়েছেন। ভোটের কটা দিন সুখের স্বপ্ন আর বাকি দিনগুলো ভুলের মাসুল গুনতে হয় নাগরিকদের। এটাই তো জীবনের অভ্যাস! এতো বৈষম্যের মধ্যেও মানুষ পরিবেশে শান্তি বজায় রেখেছে। কেউ ভোট দেয়, কেউ দেয় না, কেউ নটাতে দিল কারন সে জানে যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ,আর যারা ভোট দিল তাদের কাছে বিকল্প নেই। তাই ভোটার কার্ড ঝেড়ে ভোটের লাইনে দাঁড়ানো মানেই ভয় সে নির্বাচন কমিশন যতোই সাইরি শুনিয়ে আশ্বস্থ করার চেষ্টা করুক না কেন। ভোটে এতো মানুষের প্রান চলে যায় সেখানে ফোর এম থিওরি কাজ করবে কিনা সন্দেশ আছে অনেকেরই। তাই নাগরিক বলছে, তোরা বাবা রাজা হো,পারলে মহারাজ হো, আমাকে আমার মতো থাকতে দে,আমার সংসার আছে। এক টোটো চালককে তার বউ বলছে, 'এবার একটা বাচ্ছা নেবো।' টোটো চালক উত্তর দিলো, 'বাচ্ছাটাকি আমার মত টোটো চালাবে?' গনতন্ত্রে উৎসব তাই মৃতুর ফাঁদ। অ্যাডিশনের 'মিশ্চিফ অফ্ পার্টি স্পিরিট' প্রবন্ধটা আজ তাই খুব প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দিলীপ ঘোষকে আড়াই লক্ষ ভোটে হারানোর দাবি তৃণমূল প্রার্থী কীর্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: দিলীপ ঘোষকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার ভোটে পরাজিত করার দাবি জানালেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ।

নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন অনুযায়ী, রাত দশটার পর কোনও রকম প্রচার মিটিং মিছিল করতে পারবে না কোনও রাজনৈতিক দল। সেই মোতাবেক শহর বর্ধমানে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে মারোয়াড়িদের নিয়ে সভা করেন কীর্তি আজাদ। এদিন প্রার্থী কীর্তি আজাদ মারোয়াড়িদের কাছে হাতজোড় করে আবেদন করেন যে আগামী ১৩ মে ঘাসফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য।

বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস একদিকে যেমন মা মাটি মানুষের উন্নয়ন কথা তুলে ধরেন, অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। বিধায়ক বলেন, 'দিলীপ ঘোষ একজন ক্ষ্যাপা, তাই তো বর্ধমানে এসে বক্তব্য রেখে বলেন যে, গোরুর দুধ থেকে সোনা বের হয়, আরএসপি-বিজেপির হাফ প্যান্ট পরে হাতে একটি লাঠি নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন। এই ধরনের মানুষ মোটেই ভালো নন।' এদিন দিলীপ ঘোষের উদ্দেশে বলেন, 'নারীদের সম্মান দিতে পারে না বিজেপির দিলীপ ঘোষ। তাই কোন সময় মা দুর্গাকে নিয়ে মন্তব্য তো কোন সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেন।'

আজ শুক্রবার গলসিতে দুই প্রার্থী দিলীপ ঘোষ এবং কীর্তি আজাদের প্রচার মিছিল হয় দেদার। তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ প্রথমে পৌঁছন গলসি ১ নং ব্লকের কলকলা গ্রামে, প্রথমেই গ্রামের এক শিবমন্দিরে পুজো দেন এবং গলায় খোল ঝুলিয়ে আদিবাসী নৃত্যে মেতে ওঠেন। আবার খেলার মাঠে হাতে ব্যাট নিয়ে যুবকদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেন, আবার হাতে থলি নিয়ে সবজি ও মাছের বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করেন। এছাড়া মানুষের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সারেন ও কথা বলেন।

এরপর মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, '২০১৯ সালে বিজেপির কাছে ২৪০০ ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস হেরেছিল। কিন্তু ২০২৪-এ দিলীপ ঘোষকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার ভোটে পরাজিত করব।' এছাড়া নানান উসকানিমূলক বক্তব্যের জন্য দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ।

কখন কে চাপা পড়ে মরবে, কলকাতার লোকের চিন্তার শেষ নেই দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সমস্ত কাটমানিখোর, দুষ্কৃতী, ওঁরা হচ্ছেন কাউন্সিলর। এখন সরকার লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছে না বলে কটাক্ষ করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

পুরসভার কাজে যাতে খামতি না থাকে শুক্রবারই সে ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে রীতিমতো কটাক্ষ করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'বাড়ি ভেঙে চাপা পড়ে যাচ্ছে। ডজন-ডজন মানুষ মারা যাচ্ছেন। আগে তাঁদের বাঁচান। কখন কে চাপা পড়ে মরবে কলকাতার লোকের চিন্তার শেষ নেই।' শুক্রবার এই লোকসভার গলসি বিধানসভা তথা গলসি ১ ও ২নং ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার সারেন দিলীপবাবু। মন্দিরে পুজো দেওয়া থেকে কর্মী বৈঠক করেন।

নির্বাচন কমিশনের শোকজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'শোকজের জবাব দেওয়ার জন্য অফিস আছে, আইনজীবী আছেন তাঁরা শোকজের জবাব দিচ্ছেন। তারা তাঁদের কাজ করছেন, আমি আমার কাজ করছি।' বিজেপির শ্বেতপত্র প্রকাশ সম্পর্কে অভিষেকের ট্যুইট নিয়ে তিনি বলেন, 'উনি বলার কে? বিভিন্ন প্রকল্পের গরিব মানুষের ২ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকা লুঠ করে খেয়েছেন। এটা ক্যাগের রিপোর্ট। কেন্দ্রের পাঠানো সেই টাকার হিসাব আগে দিক। তারপর পরের টাকা চাইবেন। চোরেদের টাকা চাওয়ার অধিকার থাকে না, হিসাব দেওয়ার দায়িত্ব থাকে। মানুষ হিসাব চাইছে, হিসাব দিতে হবে। তারপর শ্বেতপত্র না ব্ল্যাক পেপার দেখা যাবে।'

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়েও এদিন দিলীপবাবু এদিন বলেন, 'কেউ ইলেকট্রনিক্স গাড়ি তৈরি করবে, কেউ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি নিয়ে আসবে। কেউ মোবাইল তৈরি করবে। বিশ্বের প্রচুর বড় বড় কোম্পানি ভারতকে তাঁদের ডেসটিনেশন মনে করছেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে এখানে লগ্নির চিন্তাভাবনা করছেন।' এই প্রসঙ্গেই একসময় কম্পিউটারের বিরোধিতা করা সিপিএম এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা নিয়ে কটাক্ষের সুরেই তিনি বলেন, 'বামেরা এইরকমই চিরদিন, দেরিতে বোঝে। বুঝতে বুঝতে পার্টিটাই শেষ হয়ে গেল।'

অন্যদিকে, তৃণমূলের মমতা-নরেন্দ্র মোদি কার্টুন প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'কে করেছে জানি না, কোনও লাখোখারই করেছে কেউ।' বীরভূমে পাথর খাদান থেকে তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'খুবই দুঃখের বিষয়। পাথর খাদান নিয়ে অনেক রাজনীতি, বিতর্ক আছে। এই জায়গাগুলো মানুষ মারার ষড়যন্ত্রের জায়গা। সমস্ত অবৈধ কাজ চলে। কোনও আইনশৃঙ্খলা নেই। লুঠপাট, খুন চলে। প্রশাসনের দেখা উচিত এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে।'

অপরদিকে, তাঁকে এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ মহিষাসুর বলায় দিলীপবাবু বলেন, 'আগে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে জানুন, বর্ধমান সম্পর্কে জানুন, তারপর কথা বলবেন। বর্ধমানের মানুষ জবাব দিয়ে দেবেন ওনাকে। উনি গুনতে জানেন। কবে জিতেছেন মনে আছে? গতবার ধানবাদে কত ভোট পেয়েছেন আগে সেটা খোঁজ নিক। কে মানসিক বিকারগ্রস্ত দেখা যাবে। আগে কার সঙ্গে লড়াই করেছেন জানি না। ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ধানবাদ রাজনীতি থেকে অবসর করে দিয়েছে। আমরা সন্ন্যাসে পাঠিয়ে দেব। চুল্লুর পানি নিয়ে ইলেকশন কমিশনে ওনাকে জবাব দিতে হবে।'

বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের এক মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করায় দিলীপবাবু বলেন, 'অনেক লোক দিলীপ ঘোষের নাম নিয়ে নিজের প্রচার করছেন। আরও অনেক এইরকম পাবেন। গতবার ১৮টাতে মিরাক্কেল হয়েছিল, এবার ৩৬টাতে মিরাক্কেল হবে। সব বিধানসভায় লিড নেব। গতবার আলুওয়ালিয়া জিতেছিলেন। এবার মার্জিন আরও বাড়বে, কার মাথা খারাপ হবে ৪ জুনের পরে দেখে নেবেন।' এদিনই গলসি ১নং ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ বলেন, 'দিলীপ ঘোষের বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই না। ওনার সমাজে কোনও জায়গা নেই। দুর্গা, মমতা, মহিলা শক্তির অপমান করে। বিজেপি এবং আরএসএস মহিলাদের সম্মান দেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুধু অপমান নয়, সমগ্র নারীজাতির অপমান করেছেন। এইরকম মানুষের সমাজে থাকার কোনও অধিকার নেই।'

প্রতিবাদী মহিলাদের নিয়ে মিছিল ও কর্মিসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: সন্দেশখালিরর প্রতিবাদী মহিলাদের নিয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত মিছিল ও কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হল সন্দেশখালিতে। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত সৈনিক বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হাজি শেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে শুক্রবার সকালে এই মিছিল ও কর্মিসভা হয়। যার অন্যতম উদ্যোক্তা সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। তিনি বলেন, সিপিএম ও বিজেপি এলাকার কিছু মহিলাকে ভুল বুঝিয়ে পরিকল্পনা মাফিক সন্দেশখালিকে উত্তপ্ত করা হয়েছিল। মহিলারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই এদিন তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই নির্বাচন সংক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতিক কর্মসূচিতে যোগদান করেছেন। লোকসভা নির্বাচনে সন্দেশখালি বিধানসভা থেকে প্রচুর ভোটের লিড দেবে তৃণমূল প্রার্থীকে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের সমর্থনে শুক্রবার সন্দেশখালি এলাকার বেশ কিছু প্রতিবাদী মহিলাদের নিয়ে সন্দেশখালি এলাকায় কর্মী সভা করলেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। এদিন তিনি প্রথমে এলাকার বেশ কিছু তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সন্দেশখালির ঘাট থেকে সন্দেশখালি পর্যন্ত একটি র‍্যালি করে। সন্দেশখালির প্রতিবাদী মহিলারা বলেন, এখানকার কিছু নেতা কর্মীদের নিয়ে সমস্যা ছিল। তারা এখন জেলে রয়েছে। ফলে এলাকায় কোনও সমস্যা নেই। আমরা ভালো আছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া সব ধরনের জনহিতকর প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছি। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং আগামী দিনেও থাকব।

প্রাক্তন স্বামী সিদ্ধান্ত মহাপাত্রর বিজেপি যোগে শুভেচ্ছা রচনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্বামী সিদ্ধান্ত মহাপাত্র যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। এ নিয়ে রচনাকে প্রশ্ন করা হলে, সিদ্ধান্তকে ধন্যবাদ জানান রচনা। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার অনেক শুভেচ্ছা তাঁকে।'

ওড়িশা ছবির সুপারস্টার সিদ্ধান্ত মহাপাত্র। একসময় বিজু জনতা দল বা বিজেডির সাংসদ ছিলেন সিদ্ধান্ত। বৃহস্পতিবারই তিনি দিল্লিতে গিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন। এদিকে এই প্রথমবার সক্রিয় ভাবে রাজনীতির ময়দানে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলির তৃণমূল প্রার্থী তিনি। যে কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়। একদিকে রচনা যখন তৃণমূলের হয়ে ভোট প্রচারে, তাঁর প্রধান বিরোধীই যখন বিজেপি, তখন সিদ্ধান্ত মহাপাত্রের বিজেপিতে যোগদান।

এ প্রসঙ্গে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি দিদির সঙ্গে আছি, দিদির পাশে আছি। দিদির পাশে থেকে বাংলার উন্নতির জন্য লড়াই করছি। এখন আমি হুগলিবাসীর কথা ভাবব। কারণ তাঁদের জন্য এসেছি এখানে। কে কোথায় যাচ্ছে, কে কোথায় যোগদান করছে, এত ভাবা, এত বলার আমার সময় নেই।' হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার সকাল থেকে প্রচারে। পোলবার সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে প্রচার করেন এদিন। মহেশপুর গ্রামে হুডখোলা গাড়িতে জনসংযোগ করেন। এরপর আমদাবাদ গ্রামে কালীমন্দিরে পুজো দেন।

প্রচারে রচনা ও দেবাংশুকে একযোগে আক্রমণ : লকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রচারে বেরিয়ে তমলুকের তৃণমূলের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য ও হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একযোগে বিঁধলেন বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। দেবাংশুকে একদিকে যেমন বললেন, 'বেড়ে পাকা' অন্যদিকে, নাম না করে রচনাকে বললেন 'উনিও আসবেন'।

শুক্রবার প্রচারে বের হন লকেট। বিভিন্ন ইস্যুতে আক্রমণ করেন বিরোধীদের। নাম না করে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেন, 'সিদ্ধান্ত মহাপাত্র বুঝতে পেরেছেন দুর্নীতিমুক্ত দেশ তৈরি করতে হলে নরেন্দ্র মোদির হাত ধরতে হবে। কিন্তু ইনি (রচনা) বুঝতে পারেননি। ভুল করে চলে এসেছেন দিদি নম্বর ওয়ান থেকে। ওনাকে পস্তাতে হবে পড়ে।' আত্মবিশ্বাসী লকেট এও বলেন, 'না জেনে কোন দলে এলাম। আসতে যদি হত তা হলে নরেন্দ্র মোদিজির হাতই ধরতেন। আমি জানি আজ না হয় কাল তাঁকে আসতেই হবে।'

শুধু তাই নয়, বসিরহাট কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র স্বাস্থ্যসাথীর উপভোক্তা, এনিয়ে দেবাংশু ভট্টাচার্যের এক্স (টুইট) প্রসঙ্গে লকেট বলেন, 'বাচ্চা ছেলে দেবাংশু গাল টিপলে দুধ বেরবে। এঁরা বেশি বেড়ে পাকা। আজ এসেছে কাল থাকবে না।' তবে এ প্রসঙ্গে দেবাংশুর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি এখনও।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িতে গেলেন অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শালবনি থানার জামদারগড় গ্রামে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের খড়ের গাদা, গোয়ালঘর, খড়ের চালায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটার পর শুক্রবার বেলা বারোটা নাগাদ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করতে যান মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল।

তিনি অভিযোগ করেন, শাসক দলের স্থানীয় দুষ্কৃতীরাই বিজেপি কর্মীদের বাড়ির চালায় এবং খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়েছে। তিনি বলেন, বগটুইয়ে যেভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। ঠিক একই কায়দায় এখানকার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা হয়েছে। পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। শাসক দলের স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে শালবনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অগ্নিমিত্রা পল।

নির্বাচনের আগে এলাকায় সন্ত্রাস চালিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার জন্যই শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করছে বলে অভিযোগ বিজেপি নেতৃত্ব সহ অগ্নিমিত্রা পলের। এবিষয়ে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শোভা জীব কল্যাণ ট্রাস্টের রক্তদান শিবির এবং চক্ষু চেকআপ ক্যাম্প সফল ভাবে শিক্ষা ভবন কোচিং সেন্টারের সহযোগিতায়, রিষড়া বাঙ্গুর পার্কের রিষড়া সেবক সংঘ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার।

গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবছরও কাঁকসার তিলাইবনি গ্রাম থেকে দুপুর তিনটে নাগাদ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষদের একটি শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রার মাধ্যমে যিশু খ্রিস্টের কী ভাবে মৃত্যু হয়েছিল তা তুলে ধরা হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন আদিবাসী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষেরা।

এদিন তিলাইবনি গ্রাম থেকে শোভাযাত্রা শুরু করে কাঁকসার ২ নম্বর কলোনি, মিনি বাজার, ঘুরে সাহেব পাড়ায় গির্জার সামনে এসে প্রার্থনা শেষে শোভাযাত্রা শেষ হয়। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষেরা জানিয়েছেন, তাঁরা এই শোভাযাত্রা প্রতি বছর করে থাকেন। মূলত এই দিনেই যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তাঁকে যন্ত্রণা দিয়ে কষ্ট দিয়ে মারা হয়েছিল। যিশু পৃথিবীতে এসেছিলেন সকল মানুষের পাপ নিজের ওপর নেওয়ার জন্য। এই দিনটিকে তাঁরা শোকদিবস হিসেবে পালন করেন। এদিন শোভাযাত্রা শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত গির্জার মধ্যে প্রার্থনার মাধ্যমে দিনটি পালন করেন

এবার ওপিনিয়ন পোল হবে বিজেপি এগিয়ে কিনা বোঝা যাবে দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তাদের ওপিনিয়ন পোলে বিজেপি দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রে অনেকটাই পিছিয়ে যখন বলা হচ্ছে, তখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এতদিন প্রার্থী দেওয়া হয়নি বলে বিজেপি পিছিয়ে আছে বলা হচ্ছিল। আগামী সপ্তাহে ওপিনিয়ন পোল করে দেখুন বিজেপি কতটা এগিয়ে রয়েছে। কারণ তিনি যেখানেই প্রচার করতে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ তাঁকে দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন।'

শুক্রবার বর্ধমানে প্রচার সেরে কাঁকসার তিনটি জায়গায় প্রচার করতে আসেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ কাঁকসার দু' নম্বর কলোনির বটতলায় কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করার জন্য সকলের কাছে আবেদন করেন। এরপর তিনি কাঁকসার ১১ মাইলে বাসস্ট্যান্ডের সামনে দলীয় কর্মীদের নিয়ে চা চক্রে যোগ দেন। সেখান থেকে কর্মসূচি শেষ করে কাঁকসার শিলামপুরে একটি মেলায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে যোগ দিয়ে জনসংযোগ বাড়ান।

শিক্ষকের মরণোত্তর দেহদানের সাক্ষী পূর্ব বর্ধমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: অঙ্গীকার মোতাবেক এবার মরণোত্তর দেহদানের সাক্ষী রইল পূর্ব বর্ধমান জেলা। এক শিক্ষকের মৃত্যুর পর পরিবারের লোক তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ তুলে দিলেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে। যা ভবিষ্যতে ডাক্তারি শিক্ষায় প্রয়োজন হবে। দাঁইহাট ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়দেব দত্তের সহযোগিতায় পরিবারের পক্ষ থেকে 'মরণোত্তর দেহদান' করা হল, কেতুগ্রাম থানার বারেন্দা গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কাশীনাথ ঘোষের।

বছর ৮১ এর কাশীনাথবাবু কয়েকদিন পূর্বে নিজের পরিবারকে জানান, মৃত্যুর পর যেন তাঁর দেহদান করার কথা। সেই মোতাবেক গণদর্পণ সংস্থার অঙ্গীকারপত্র গত ২০ মার্চ ২০২৪ পূরণ করেন এবং ২৭ মার্চ ২০২৪ ভোর চারটে নাগাদ নিজ বাসায় পার্থিব মায়া ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করেন কাশীনাথ ঘোষ। কাশীনাথবাবুর পুত্র দীপঙ্কর ঘোষ মৃত্যুর খবর নিশ্চিত জেনে, তড়িঘড়ি তারকেশ্বর চট্টরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সমাজকর্মী জয়দেব দত্তের সহযোগিতায় মৃতদেহ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগে পাঠিয়ে দেন।

এ বিষয়ে সমাজকর্মী জয়দেব দত্ত জানান,

রক্তদানের মতোই চক্ষুদান, দেহদানও ভালো কাজ। কাশীনাথবাবু শিক্ষকতা জীবনে একাধিক ছাত্রছাত্রীকে তৈরি করেছেন মানুষের মতো মানুষ হিসেবে। তবে মৃত্যুর পরেও বজায় রইল সেই শপথ। দাঁইহাট ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশন এভাবেই সমাজসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে।

ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
CIN : U70109WB2008PTC125328
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা - ৭০০০০১, পব
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানি, ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (''কোম্পানি'') বিক্রির বিষয়ে লিকুইডেটর কর্তৃক আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণকে ই-নিলামের মাধ্যমে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ''যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন আছে, এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' উল্লিখিত প্রস্তাবটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময় :	২৯.০৪.২০২৪ বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ, সর্বশেষ নিলাম সময় প্রতিবারই ৫ মিনিট সম্প্রসারিত হবে শেষ ৫ মিনিটের ডাকের সঙ্গে নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত।
২.	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	৩১,৭৭,০৩৪ (একত্রিশ লাখ সাতাত্তর হাজার চৌত্রিশ টাকা) টাকা।
৩.	ইএমডি	৩,১৭,৭০৩ (তিন লাখ সতের হাজার সাতশ তিন টাকা) টাকা। ইওআই দাখিলে কোনও অংশগ্রহণ ফি লাগবে না।
৪.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ	অ-চলতি বিনিয়োগ, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার। আরও বিস্তারিত জানতে ইওআই পাওয়া ইমেল মারফত উপলব্ধ
৫.	**ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ**	**১৩.০৪.২০২৪**
৬.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ পর্যবেক্ষণ শেষ করতে হবে ২৫.০৪.২০২৪ তারিখের মধ্যে।	
৭.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ২৭.০৪.২০২৪ বিকেল ৫ টার মধ্যে।	
৮.	যোগ্যতার এবং অন্যান্য বিস্তারিত : ইওআই এর নিয়ম এবং শর্তাদি মোতাবেক। ইওআই নথি পাওয়া যাবে cirp.tripurari@gmail.com ইমেল মারফত।	

সংশোধিত আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ২০১৯-এর তফসিল I-এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুসারে, 'নিলামের সমাপ্তিতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে নব্বই দিনের মধ্যে অবশিষ্ট বিক্রয় বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে; তবে শর্ত ত্রিশ দিনের পর পেমেন্ট করলে সুদ ১২ শতাংশ হবে; আরও শর্ত থাকে যে এই ধারার অধীনে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান না হলে বিক্রয় বাতিল করা যেতে পারে।
আগ্রহী ডাকদাতাগণকে ইমেল মারফত অনুরোধক্রমে প্রাপ্তব্য সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে সম্যক অবগত এবং সম্মত হয়েই আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.০৩.২০২৪ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০৪.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ''আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।''

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত ৩০.০৪.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৮,৯১,৯৩৫.০০ টাকা (আঠার লাখ একানব্বই হাজার নশো পঁয়ত্রিশ টাকা)** ২২.০৩.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাসোয়ান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা ব্রহ্মদেও পাসোয়ান **ঠিকানা** - ৮২/১ বিএসএনএল স্টাফ কোয়ার্টার, বালিগঞ্জ প্লেস, রুম নং বি৬০১, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং** কোয়ার্টার নং ই৫, টাইপ - ৩, বিএসএনএল কলোনি, সিদগোরা, সিদগোরা থানার নিকট, পূর্ব সিংভূম, শহর জামশেদপুর, পিন - ৮৩১০০৯, **এবং** ২০১, ৩য় তল, গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট, মনোহরপুর, ওয়ার্ড নং ৯, ডানকুনি পুরসভা, ডানকুনি, পো. এবং থানা - ডানকুনি, জেলা - হুগলি-৭১২৩১১, **এবং** হরদিমো, খায়রা, জামুই, খায়রা, বিহার-৮১১৩১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২০১ তৃতীয় তলে, ভবনের নাম ''গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট'' পরিমাণ ঢাকা এলাকা ৬৫০ এবং ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অর্থাৎ মোট এরিয়া ৭৮০ বর্গফুট মার্বেল মেঝে সমন্বিত ২ বেড রুম, ১ লিভিংতথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা, তপশিল 'এ' অধীন। উক্ত ফ্ল্যাট জমিতে অবস্থিত এবং পরিমাণ এরিয়া ১০.৭৪ ডেসিমেল কমবেশি সমপরিমাণ ৬ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি এবং জি-৫ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : মনোহরপুর, জেএল নং ৯৮, আরএস দাগ নং ১৭০৩ এবং ১৭৫৯স আরএস খতিয়ান নং ২১৬, এলআর দাগ নং ২৩৯৪ এবং ২৩৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮২, ৮৭৭৭, এবং ৮০৬/২, স্থানীয় ডানকুনি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৯ অধীন,থানা : ডানকুনি, পিন : ৭১২৩১১, এডিএসআর জনাই অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা : হুগলি,এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ২০৪২৪৪ থেকে ২০৪২৮৭, দলিল নং : ০৬০৮০৮২৮৭- ২০২১ সালের।
সম্পত্তি শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাশোয়ান, পিতা ব্রহ্মদেও পাশোয়ান এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা,দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২০২, পূর্বে : সিঁড়ি এবং লিফট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
সংরক্ষিত মূল্য : ২১,১০,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা : ২,১১,০০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৩.০৪.২০২৪ SARB FILE NO. 19599/HKT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ৩০.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তিন হাজার’, বিজেপির দেওয়াল লিখনে রাজনৈতিক চর্চা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তিন হাজার’। লোকসভা নির্বাচনের মুখে বিজেপির এমন দেওয়াল লিখনের প্রচারকে ঘিরে ব্যাপক রাজনৈতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদায়। ইতিমধ্যে বিজেপির এমন দেওয়াল লিখনকে ঘিরে প্রতিবাদ জানিয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এমনকী পুরো বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানোর কথাও জানিয়েছে তৃণমূল। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরাতন মালদা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডেই বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে এভাবেই তিন হাজারে কথা বলে মানুষকে প্রভাবিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের।

জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনের মুখে এই ধরনের প্রচার করা যায় না। বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখনে লক্ষ্মী ভাণ্ডারে তিন হাজারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নজরেও বিষয়টি আনার দাবি করছি।

উল্লেখ্য, এবারে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন বর্তমান সাংসদ খগেন মুর্মু। তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন ব্যানার্জি। এছাড়াও কংগ্রেস প্রার্থী রয়েছেন মোস্তাক আলম। কিন্তু এই নির্বাচনের মুখে বিজেপির প্রার্থীর সমর্থনে পুরাতন মালদা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের দেওয়াল লিখনে রাজ্যে ক্ষমতা এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তিন হাজার এমন কথা লিখেই এখন বিপাকে পড়েছে দলের জেলা নেতৃত্ব। যদিও এই বিষয়টিকে নির্বাচন আচরণবিধি মানতে নারাজ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপির উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত জানিয়েছেন, দল যেটা বলে সেটাই করে। এই ধরনের দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে যা বলা হয়েছে তা একেবারেই বাস্তব। এখানে কোনো রকম নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হয়নি। বরঞ্চ আমরা বলতে পারি যেসব রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আছে সেখানকার পড়ুয়া থেকে গৃহবধূরা একাধিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থীর সমর্থনের যে দেওয়াল লিখন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বাস্তব। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতা আসলে লক্ষ্মী ভাণ্ডারে তিন হাজার করেই পাবেন মহিলারা।

তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, এর আগেও মোদি সরকার অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তার আজও বাস্তব হয়নি। গরিব মানুষের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ঢোকেনি। কর্মসংস্থান হয়নি। বেকারত্ব বাড়ছে দেশে। এমনকী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। অথচ এই লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পটি আমাদের দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির। সেটাকেই নকল করে ওরা প্রচার চালাচ্ছে। নির্বাচনের মুখে মানুষকে এভাবেই প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। পুরো বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে যথাযথভাবে অভিযোগ জানানো হবে।

স্বামী-স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে রহস্য অণ্ডালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বন্ধ ঘরে দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে অণ্ডালের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারির চনচনির ভুঁইয়া পাড়ায়। মৃতরা হলেন স্বামী নীলকণ্ঠ বাউরি (৪৭) ও তাঁর স্ত্রী লিলি বাউরি (৩৮)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অণ্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পাশেই মামার বাড়িতে ঘুমোবার জন্য গিয়েছিলেন মৃত দম্পতির ছেলে রোহিত বাউরি। সকালে বাড়ি ফিরে অনেক ডাকাডাকি করেও মা-বাবা দরজা খুলছে না দেখে প্রতিবেশীদের ডাকে রোহিত। প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে দরজা ভাঙতেই দেখা যায়, স্বামী গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় এবং পাশেই খাটে গলায় ওড়না জড়ানো স্ত্রীর নিথর দেহ পড়ে আছে। ঘরের দেওয়ালে বড় বড় করে লেখা, ‘আমাদের একসঙ্গে জ্বালাবে।’ যদিও জ্বালাবে লেখাটি পরিষ্কার নয়।

স্বামী-স্ত্রী থাকতেন একই সঙ্গে। তাঁদের কন্যাসন্তানের বিবাহ হয়েছে। একমাত্র পুত্রসন্তান রোহিত বাউরি মা-বাবার সঙ্গে থাকলেও রাতে প্রায়শই পাশেই মামার বাড়িতে ঘুমোতে যেত। স্থানীয়দের দাবি, পেশায় গাড়িচালক নীলকণ্ঠের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী লিলির নিত্যদিন ঝগড়াঝাঁটি হত। দু’জনের এই অশান্তি প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মৃতা লিলি বাউরির ভাই সন্দীপ বাউরির দাবি, তাঁর দিদি ও জামাইবাবুর সঙ্গে সাংসারিক অশান্তি লেগেছিল দীর্ঘদিন ধরেই। আর এই পারিবারিক অশান্তির কারণেই তাঁর জামাইবাবু নীলকণ্ঠ বাউরি তাঁর দিদি লিলিকে প্রথমে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে নিজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। যদিও এই বিষয়ে উখড়া ফাঁড়িতে লিখিত কোন ওঅভিযোগ দায়ের হয়নি বেলা বারোটা পর্যন্ত।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, লিলি বাউরি উখড়া বাজারের একটি দোকানে কাজ করতেন। স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুতে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। দু’জনেই আত্মঘাতী নাকি স্বামী স্ত্রীকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেছেন, তা স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনাটি তদন্তসাপেক্ষ। ময়না তদন্তের পরই আসল সত্য সামনে আসবে বলে দাবি পুলিশের। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অণ্ডাল থানা ও উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

স্টেডিয়াম-ক্রিকেট অ্যাকাডেমির আশ্বাস পাঠানের, টাইট ফিল্ডিং বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ইউসুফ পাঠানের গলায় স্টেডিয়াম ও ক্রিকেট অ্যাকাডেমির আশ্বাস পেয়ে বেলডাঙাবাসী উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেও, জাতীয় দলের ক্রিকেটারকে আটকাতে মাঠে নেমে পড়েছে বিরোধীরা।

জাতীয় দলের ক্রিকেটারকে আটকাতে মাঠে নেমে পড়েছে বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার বেলডাঙা ব্লকের কাজিশাহতে কর্মিসভা করছেন অধীর চৌধুরী। জেলা কংগ্রেসের মুখ পাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, ‘ক্রিকেট খেলে টাকা কামিয়ে নিজের রাজ্যে কতগুলো অ্যাকাডেমি আর স্টেডিয়াম করেছে সেই হিসাবটা আগে দিক। বেলডাঙা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা বিজেপি নেতা ভরত ঝাওর বলেন, ‘তৃণমূলের ক্রিকেটার প্রার্থীকে ৩০ গজে আটকে রাখতে আমাদের ফিল্ডিং সাজানো হয়ে গিয়েছে। অ্যাকাডেমির আশ্বাসে চিঁড়ে ভিজবে না।’

যদিও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চায়ের দোকান, কলেজের ক্যান্টিন, ক্লাবের আড্ডায় কান পাতলেই একটাই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। প্রতিধ্বনির মতো বাজছে, ‘খেলা হবে’। বুধবারের জনসভা থেকে যুব সমাজকে এভাবেই প্রচারের ময়দানে নামিয়েছেন ইউসুফ পাঠান। বাসিন্দাদের দাবি, মেঘ না চাইতেই জল। বেলডাঙার কলেজ মাঠ থেকে বুধবার বাড়তি এনার্জি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

উল্লেখ্য, বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে ইউসুফ পাঠানের নাম আসতেই এই জেলায় ক্রিকেটের রঙ বদলাবে বলে ক্রিকেট প্রেমীরা আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছিলেন। বেলডাঙাবাসী সেদিনই মুর্শিদাবাদে ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দাবি জোরলো করতে শুরু করেছিলেন। বহরমপুরে পা রেখে প্রথম দিনই জেলার ক্রিকেটারদের আশার আলো দেখি য়েছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী জাতীয় দলের অলরাউন্ডার। বুধবার বেলডাঙায় তাঁর রিপিট টেলিকাস্ট হয়েছে। পাশাপাশি ঝুলি থেকে স্টেডিয়াম তৈরির আশ্বাস বেরিয়ে এসেছে।

বুধবার বেলডাঙা কলেজ মাঠে ছিল ইউসুফ পাঠানের জনসভা। সেই সভায় হাজির ছিলেন বেলডাঙা, রেজিনগর, নওদার বিধায়ক সহ মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি। নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা দেরিতে এলেও মানুষ ধৈর্য হারাননি। তীব্র গরম উপেক্ষা করে প্রিয় খেলোয়াড়ের বক্তব্য শোনার জন্য যুব বাহিনী উৎসুক হয়েছিলেন। ইউসুফ পাঠানের গলায় স্টেডিয়াম ও ক্রিকেট অ্যাকাডেমির আশ্বাস পেতেই করতালিতে সভাস্থল ফেটে পড়ে। এক বাক্যেই যুব সমাজকে ফুল চার্জ করে রাজনীতির ময়দানে নামিয়ে দিলেন পাঠান।

বেলডাঙার জনসভার একদিন পরেই পাড়ায় পাড়ায় তার প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন আড্ডায় ইউসুফের চর্চা বাড়ি বাড়ি প্রচারের থেকে কোনও অংশে কম নয়। তৃণমূল নেতাদের দাবি, আড্ডার চর্চা নতুন ভোটারদের প্রভাবিত করবে। বেলডাঙা পুরসভা এলাকার বাসিন্দা মনোজ বিশ্বাস বলেন, ‘মুর্শিদাবাদে একটা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির অভাব ছিল। নিজে একজন ক্রিকেটার হয়ে ইউসুফ পাঠানের বক্তব্যে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। পরিচিত গণ্ডিতে এই আলোচনাই করব।’ যদিও বিরোধীরাও ইউসুফের বিরুদ্ধে টাইট ফিলডিং সাজাতে মাঠে নেমে পড়েছে।

সিপিএম, আইএসএফ এর ওপর হামলা সন্দেশখালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: শেখ শাহাজাহানের পর শাহজাহান মোল্লা। সন্দেশখালিতে আবার আক্রান্ত সিপিএম, আইএসএফ কর্মীরা। পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার ছড়াল সন্দেশখালিতে। বসিরহাট লোকসভার সন্দেশখালি থানার বেড়মজুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুক্রবার সকালে আইএসএএফ কর্মী-সমর্থকরা রাস্তার পাশে ল্যাম্পপোস্ট ও একাধিক দোকানে তাদের দলীয় নেতা পতাকা লাগাচ্ছিল। অভিযোগ সেই সময় স্থানীয় তৃণমূল নেতা শাহজাহান মোল্লা ও তার দলবল নিয়ে হামলা চালায় আইএসএফ ওই কর্মী সমর্থকদের উপর। দুপক্ষের মধ্যে চলে মারধর। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আইএসএফ কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে সরবেড়িয়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। পাশাপাশি বেড়মজুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতেরই মাদ্রাসা বুথ এলাকায় সিপিএম কর্মী হাকাম মোল্লাকেও পতাকা লাগানোর অপরাধে বেধড়ক মারধর করে ওই শাহাজান মোল্লাই। জানা গিয়েছে,

বেড়মজুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এই শাহাজান মোল্লা তার সাগরেদদের নিয়ে এসে আইএসএফ ও সিপিএমের কর্মী সমর্থকদের দুই পৃথক জায়গায় মারধর করে। সিপিএম কর্মী আহতর ঘটনায় রাস্তায় বেরিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে স্থানীয় মহিলারা।

আরামবাগ এসডিএ চার্চে রীতি ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল গুড ফ্রাইডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শুক্রবার ২৯ মার্চ আরামবাগের বিভিন্ন চার্চে পালিত হল গুড ফ্রাইডে। এই দিনটি খ্রিস্টধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র দিন। স্মরণ করা হয় প্রভু যীশুর আত্মত্যাগকে। উল্লেখ্য, রোমান শাসকের আদেশে যিশু খ্রিস্টকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সময় তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কাঁটার মুকুট। এরপর পেরেক দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যিশুখ্রিস্টকে। এদিনটি ছিল খ্রিস্টধর্মের একটি কালো দিবস। প্রভু যীশু খ্রিস্টের মৃত্যুর দিনটি পরিচিত গুড ফ্রাইডে নামে। এদিন আরামবাগ বাসুদেবপুর মোড় সংলগ্ন এসডিএ চার্চের পক্ষ থেকে গুড ফ্রাইডে উপলক্ষ্যে শহরের বেশ কয়েকটি মোড়ে এসডিএ চার্চের সদস্যরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের জীবনী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং মানুষের কাছে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেন। এসডিএ চার্চে সকালে প্রার্থনা ও বিশেষ প্রসাদ প্রভু যীশু খ্রিস্টকে প্রদান করা হয়। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল এসডিএ চার্চ কর্তৃপক্ষ। চার্চের এক সদস্যা সুদেষ্ণা বলেন, সকালে প্রার্থনা করে আমরা আরামবাগের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রভু যীশুর সুসমাচার, যীশুর মৃত্যুর বার্তা, প্রভু যীশু এই পৃথিবীতে কেন এসেছিলেন সেই সমস্ত কিছু মানুষের কাছে তুলে ধরলাম। কারণ প্রভু আমাদের এই কাজ দিয়েছেন। প্রভু যীশু আবার আসবেন। যীশু আমাদের বদলে তিনি শাস্তি ভোগ করেছেন। আমরা বিভিন্ন জায়গায় যীশুর বাণী প্রচার করছি। সকালে চার্চে প্রার্থনা হয়েছে এরপর আমরা চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করব।

আরামবাগের আজাদপল্লির এসডিএ চার্চের ফাদার মানস কুমার দাস বলেন, গুড ফ্রাইডে পবিত্র দিন। চার্চে সকাল থেকেই প্রভু যীশুখ্রিস্টের প্রার্থনা করা হয়। তারপর চার্চের সদস্যরা সেবামূলক কাজ করেন। আবারও সন্ধ্যায় প্রার্থনা হবে। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগের বিভিন্ন চার্চে রীতি মেনে পালিত হল গুড ফ্রাইডে।

তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে বনগাঁ শহরে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে মিছিল বনগাঁ শহরে। দিন কয়েক আগে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে বিশ্বজিৎ দাসের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তারপর থেকেই একাধিক এলাকায় তাঁর সমর্থনে মিছিল প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা।

শুক্রবার বিকেলে বনগাঁ শহরে মিছিল করল তৃণমূল। বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠের নেতৃত্বে বনগাঁ পুরসভার ওয়ার্ড থেকে কর্মীরা বনগাঁ এক নম্বর রেলগেট এলাকায় জড়ো হন। সেখান থেকে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক পায়ে হেঁটে বনগাঁ শহর পরিক্রমা করেন। মতিগঞ্জ মোড়ে মিছিল শেষে একটি পথসভা করা হয়। এদিন মিছিলে ডঙ্কা কাশি নিশান হাতে সামিল হন মতুয়া ভক্তরা। প্রার্থী বিশ্বজিৎবাবু মিছিলে পা মেলান কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘বনগাঁ পুরসভার অর্ধেক মানুষ মিছিলে এসেছেন। আগামী দিনে পুরসভার সব মানুষ আসলে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। বনগাঁর মানুষ বরাবরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেন। এবার এ রাজ্যে ৪২টি আসনেই তৃণমূল জয়লাভ করবে। বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ বলেন, ‘দিদি আসবেন বারবার মোদি হবেন ছারখার। বনগাঁর অর্ধেক মানুষ পূর্ব বাংলার। তাই এবার ভোট হবে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে।’

চটুল গানে তরুণীর হাত ধরে তৃণমূল নেতার নাচের ভিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তৃণমূল নেতা মঞ্চে উঠে তরুণীর হাত ধরে উদ্দাম নাচে মত্ত! বাঁকুড়ার ইন্দাসের এমন ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ‘একদিন’ পত্রিকা। বিজেপি এই ঘটনার কড়া নিন্দা করেছে। তৃণমূলের দাবি, কেউ নাচ গান করলে সেটা তাঁর একান্ত ব্যাক্তিগত ব্যাপার।

ইন্দাস ব্লকের মঙ্গলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জুতবিহার বুথের তৃণমূল

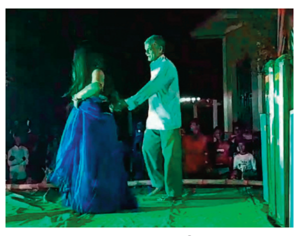

কংগ্রেসের বুথ সভাপতি মনোরঞ্জন নন্দীর একটি নাচের ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। নাচের ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, তৃণমূলের ওই বুথ সভাপতি মঞ্চে এক তরুণীর হাত ধরে উদ্দাম নাচে মত্ত। জানা গিয়েছে, ইন্দাসের পঞ্চবটি সেবাশ্রম মেলার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই চটুল নাচের আয়োজন করা হয়েছিল উদ্যোক্তাদের তরফে।

অভিযোগ, সেখানেই নেশাগ্রস্থ অবস্থায় হঠাৎই মঞ্চে উঠে ওই তরুণীর হাত ধরে নাচ করতে শুরু করেন মনোরঞ্জন নন্দী। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সেই নাচের ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। তৃনমূল গোটা ঘটনাটিকে ব্যাক্তিগত বিষয় বলে এড়িয়ে গিয়েছে।

৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার সোনা উদ্ধার সীমান্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কৃষ্ণগঞ্জ: ফের সীমান্তে উদ্ধার হল ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার সোনা। ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন মহিলা ও একজন পুরুষ সহ মোট চারজন। শুক্রবার দুপুরে নদিয়ার গেদে শিয়ালদা লাইনের ময়ূরহাট রেলস্টেশন থেকে ৭ কেজি সোনা সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। ধৃতরা হলেন অপর্ণা বিশ্বাস, আশিমা মুহুরি ও মিতালি পাল। এঁরা সকলেই নদিয়ার গেদে এলাকার বাসিন্দা। ধৃত অন্য ব্যক্তির নাম সৌমেন বিশ্বাস, বাড়ি চাঁদপুর উত্তর বিজয়পুর এলাকায়।

বিএসএফের দাবি, জেরায় সৌমেন জানান, গেদে এলাকার বাসিন্দা সমরজিৎ হালদার ও কাদিপুরের বাসিন্দা সুমন ঘোষের হয়ে এর আগেও বহুবার তিনি একই ভাবে এই এলাকা দিয়ে সোনা পাচার করেছেন। এদিনও সুমন ঘোষের কথামতো তিনি সোনা পাচার করছিলেন। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন টহল দেওয়ার সময় গেদে শিয়ালদা লোকাল ট্রেনে অভিযুক্তদের দেখে সন্দেহ হয় বিএসএফ জওয়ানদের। এরপর ময়ূরহাট রেলস্টেশনে ট্রেন থেকে নামার পরই তাঁদের আটক করে বিএসএফ। পরে তল্লাশি চালিয়ে ৭ কেজি সোনা উদ্ধার করে ধৃতদের কাছ থেকে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনার মূল্য আনুমানিক ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। উদ্ধার হওয়া সোনা কলকাতার জোনাল ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করে রানাঘাট মহাকুমা আদালতে পাঠায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ।

দূষণের প্রতিবাদে ও কাজের দাবিতে ফের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পরিবেশ দূষণের প্রতিবাদে ও কাজের দাবিতে ফের আন্দোলনে নামলেন কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামের বাসিন্দারা। শুক্রবার সকাল থেকে কাঁকসার বাঁশকোপা শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি কারখানার গেটের সামনে এলাকার মানুষের বিক্ষোভের জেরে কাজে যোগ দিতে আসা শ্রমিকরা কারখানায় ঢুকতে না পারায় গেটের সামনে উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাঁশকোপা গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই কারখানায় এলাকার বহু মানুষ নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারংবার আলোচনায় বসা হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এই বিষয় নিয়ে গত ফেব্রুয়ারি মাসে দু’ বার আন্দোলন করা হয়। তাতেও কোনও সমাধান সূত্র বার হয়নি। পাশাপাশি কারখানা থেকে ছাই উড়ে গোটা বাঁশকোপা গ্রাম ও আশপাশের এলাকায় ঢেকে গিয়েছে। যার কারণে গ্রামের অনেকেরই শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে।

এই বিষয়ে বহুবার কারখানার সামনে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখানোর পর বারংবার তাদের কারখানা কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তাই যতক্ষণ না তাঁদের দাবি পূরণ হবে ততক্ষণ তাঁদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন গ্রামবাসীরা। পরে কাঁকসা থানার পুলিশের মধ্যস্থতায় দ্রুত বৈঠকে বসে সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দেওয়া হলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

পঞ্চায়েত অফিসের গেটে প্রধানকে হঠানোর দাবিতে পোস্টার সোনামুখীতে

বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: সোনামুখী ব্লকের ডিহিপাড়া পঞ্চায়েত অফিসের গেটে পঞ্চায়েত প্রধানকে হঠানোর দাবি তুলে পোস্টার পড়ল। বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল বলে অভিযোগ উঠলেও, মানতে নারাজ গেরুয়া শিবির।

সাতসকালে সোনামুখী ব্লকের ডিহিপাড়া পঞ্চায়েত অফিসের গেটে পঞ্চায়েত প্রধানকে হঠানোর দাবি তুলে পোস্টারকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। একেবারে পঞ্চায়েত অফিসের প্রধান গেটে এই পোস্টার দেওয়া হয়েছে। যেখানে প্রথমেই লেখা রয়েছে বিজেপি এবং তার নীচে লেখা রয়েছে ‘অত্যাচারী, দুরাচারি , প্রতিবাদী পার্টির কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী ডিহিপাড়া পঞ্চায়েত প্রধানকে হঠান, ডিহিপারা পঞ্চায়েতের বিজেপির সংগঠন বাঁচান সকল বিজেপি কর্মীদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আসুন আমরা সবাই মিলে আন্দোলন করে এই পঞ্চায়েত প্রধানকে পরিবর্তন করি।’

আর এই পোস্টারকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা। ডিহিপাড়ার পঞ্চায়েত প্রধান মুনমুন ঘোষ বলেন, ‘বিজেপি এই পোস্টার দিতে পারে না। কেননা আমরা সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে চাই।’ এটা তৃণমূলের চক্রান্ত বলেই মনে করছেন তিনি। যদিও বিষ্ণুপুর লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল বলেন, ‘বিজেপির অবস্থাটা ভাবুন নিজেদের লোকেরাই বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধানকে হঠাতে চাইছে, দলের মধ্যে চরম হতাশা চলছে, এটা একেবারেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। বিজেপিকে উৎখাত করে ওখানে মা মাটি সরকারের পঞ্চায়েত গঠন হোক।’

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস অবশ্য বিজেপির এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ মানতে নারাজ। পঞ্চায়েত প্রধানের সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বলেন, ‘এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপি যুক্ত নয়। এর পেছনে তৃণমূল যুক্ত রয়েছে।’

মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: শুক্রবার সকাল সাড়ে ছ’টা নাগাদ বর্ধমান শহরের দু’নম্বর শাখারি পুকুর এলাকায় পুকুরের জল থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাস্থলে বর্ধমান থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মৃত মহিলার নাম ছায়ারানি দাস, বাড়ি দু’নম্বর শাখারি পুকুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনির মতো বাড়ির লোক সকালবেলা কাজে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরনোর সময় দেখেন বাড়ির সদর দরজা খোলা, তারপরেই ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করতে শুরু করে বাড়ির লোক। তারপরেই বাড়ির পিছনে একটি পুকুরে জলে ভাসতে দেখা যায় ওই মহিলার দেহ, তড়িঘড়ি বর্ধমান সদর থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কী কারণে মৃত্যু হল ওই মহিলার তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। মৃত মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে দাবি পরিবারের।

কংগ্রেসকে ১৮২৩ কোটি টাকা আয়কর জরিমানার নোটিস

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: লোকসভা ভোটের আগে আবার আয়কর দপ্তরের নিশানায় কংগ্রেস। এ বার রাহুল গান্ধি-মল্লিকার্জুন খাড়গের দলের কাছে ১৮২৩ কোটি টাকা চেয়ে পাঠানো হল নোটিস। কেন্দ্রীয় সংস্থাটির একটি সূত্র জানাচ্ছে, ২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত আয়কর সংক্রান্ত রিটার্ন পর্যালোচনা করেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন আয়কর নোটিসের প্রাপ্তি স্বীকার করে শুক্রবার বলেন, ‘পুরনো ভিত্তিহীন অভিযোগের ভিত্তিতে আয়কর রিটার্ন পুনর্মূল্যায়নের নামে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিত শয়তানি শুরু হয়েছে।’ বকেয়া কর, তার সুদ এবং জরিমানার অঙ্ক মিলিয়েই ১৮২৩ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে বলে ওই সূত্রের দাবি। আয়কর আইনের ১৩(১) ধারা লঙ্ঘনের প্রমাণ মেলার পরেই পদক্ষেপ করা হয়েছে। গত ১৩ মার্চ আয়কর আপিল ট্রাইবুনালের নির্দেশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আবেদন দিল্লি হাইকোর্ট খারিজ করার পরেই ধারাবাহিকভাবে পদক্ষেপ শুরু করেছে আয়কর দপ্তর।

বৃহস্পতিবারও ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের কর পুনর্মূল্যায়নের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের একটি নতুন আবেদন দিল্লি হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছিল। তার পরেই পাঠানো হল নতুন নোটিস। ২০১৮-১৯ মূল্যায়ন বর্ষের আয়কর সংক্রান্ত অনিয়মের জন্য ১০৫ কোটি টাকা জরিমানার নির্দেশের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ চেয়ে কংগ্রেসের তরফে আর্জি জানানো হয়েছিল হাইকোর্টে। কিন্তু গত ১৩ মার্চ বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বেঞ্চ সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। বৃহস্পতিবারও বিচারপতি বর্মার বেঞ্চেই খারিজ হয় নতুন আবেদন।

এর আগে ১৪ লক্ষ টাকা হিসাবের গরমিলের অভিযোগে কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে ১৩৫ কোটি টাকা জরিমানা ও সুদ কেটে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। খাড়গেদের দাবি, সে ক্ষেত্রে ‘কারণ’ দেখানো হয়, কংগ্রেসের অ্যাকাউন্টে ১৯৯ কোটি টাকার মধ্যে ১৪.৪৯ লক্ষ টাকা নগদে জমা পড়েছিল। কংগ্রেসের সাংসদেরা ওই চাঁদা দিয়েছিলেন। মাত্র ০.০৭ শতাংশ নগদে লেনদেনের জেরে ১০৬ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

চাঁদা মিলেছিল ২০১৭-১৮-তে। তার সাত বছর পরে, ভোটঘোষণার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে ১৩ ফেব্রুয়ারি ওই পুরনো কারণে ২১০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তার পরে ১৩৫ কোটি টাকা জোর করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ‘প্রতিহিংসার রাজনীতি’ অভিযোগ তুলেছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। তার পরে আয়কর নোটিস গেল ১৮২৩ কোটির দাবিতে।

আয়কর নোটিসের জবাবে হুঁশিয়ারি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের আগে আর্থিকভাবে কার্যত কোণঠাসা শতাব্দীপ্রাচীন দল কংগ্রেস। দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার পাশাপাশি শুক্রবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ১৮২৩ কোটি টাকার নয়া আয়কর নোটিস ধরিয়েছে আয়কর দপ্তর। এদিকে গত বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্টে খারিজ হয়ে গিয়েছে কংগ্রেসের আবেদন। নির্বাচনের আগে আর্থিকভাবে বিপাকে পড়ে এবার কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। এই ঘটনাকে ‘আয়কর সন্ত্রাস’ বলে তোপ দাগার পাশাপাশি সরকার বদল হলে এভাবে ‘গণতন্ত্রের বস্ত্রহরণের’ তদন্তের হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।

এয়ার ইন্ডিয়া দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের ক্লিনচিট প্রফুল্ল প্যাটেলকে

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: ইউপিএ জমানায় এয়ার ইন্ডিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল বিজেপি। অভিযোগ ছিল, তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এনসিপি নেতা প্রফুল্ল প্যাটেলের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় এবার সিবিআইয়ের তরফে ক্লিনচিট দেওয়া হল প্রফুল্ল প্যাটেলকে। এক সময় শরদ পাওয়ার ঘনিষ্ঠ এই নেতা বর্তমানে অজিত পাওয়ারের হাত ধরে এনডিএ শিবিরে যোগ দিয়েছেন। এরপরই প্রফুল্লর ক্লিনচিট নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধী শিবির। মনে করা হচ্ছে, এনডিএ যোগের পুরস্কার পেলেন প্যাটেল। পাশাপাশি সিবিআইয়ের ক্লিনচিট প্রসঙ্গে শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত তোপ দেগেছেন মোদি সরকারকে। তাঁর দাবি, এবার তাহলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কাছে ক্ষমা চাক বিজেপি সরকার।

এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একত্রীকরণ করা হয়েছিল ইউপিএ আমলে। সেই সময়ে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল প্যাটেল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, দায়িত্বে থাকাকালীন এয়ার ইন্ডিয়ার লাভজনক রুট বেসরকারি বিমান সংস্থার হাতে তুলে দেন প্রফুল্ল। এমনকী, বিমান কেনার সময়ে টাকার বিনিময়ে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি দেশজুড়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছিল বিজেপি তথা বিরোধী শিবির। এই মামলায় সুপ্রিম নজরদারিতে শুরু হয় তদন্ত।

২০১৭ সালে এই মামলায় সিবিআইয়ের চার্জশিটে প্রফুল্লর নাম থাকলেও এবার তাঁকে ক্লিনচিট দিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। আদালতে সিবিআইয়ের দাবি, ‘প্রফুল্লের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ মেলেনি।’ তবে সিবিআই এই মামলায় প্রফুল্লকে ক্লিনচিট দিয়ে তদন্ত ক্লোজ করলেও মামলার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে ইডি। আগামী ১৯ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

আরজেডির শর্ত মেনেই জোট চূড়ান্ত বিহারে

পাটনা, ২৯ মার্চ: টানা এক সপ্তাহের টানাপড়েনের পরে অবশেষে বিহারে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করল বিজেপি বিরোধী জোট ‘মহাগঠবন্ধন’। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, রফাসূত্র অনুযায়ী সে রাজ্যের ৪০টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে আরজেডি ২৬, কংগ্রেস ৯, সিপিআইএমএল (লিবারেশন) ৩, সিপিএম ১, সিপিআই ১ আসনে লড়বে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অখিলেশ প্রসাদ সিংয়ের উপস্থিতিতে শুক্রবার আরজেডি মুখপাত্র মনোজ ঝা আসনরফার কথা ঘোষণা করেন। তবে কংগ্রেসের তরফে বার বার দাবি জানানো হলেও, পূর্ণিয়া আসনটি ‘বাহুবলী’ প্রাক্তন সাংসদ পাপ্পু যাদবকে ছাড়েনি লালুপ্রসাদ, তেজস্বী যাদবের দল। অন্যদিকে, কাটিহারের চার বারের সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তারিক আনোয়ারকে আসন ছাড়ার বিষয়েও এখনও আরজেডি-কংগ্রেসের ‘টানাপড়েন’ চলছে বলে প্রকাশিত কয়েকটি খবরে দাবি।

আরজেডির তরফে বুধবার জানানো হয়েছিল, সদ্য দলে যোগ দেওয়া জেডিইউ বিধায়ক বীমা ভারতীকে পূর্ণিয়ায় টিকিট দেওয়া হতে পারে। তাই কংগ্রেসে যোগ দেওয়া পাপ্পুকে আসন ছাড়া সম্ভব নয়। দিল্লিতে কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে লালু-তেজস্বী তা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন বলে দলের একটি সূত্র জানাচ্ছে। মনোজ শুক্রবার বলেন, ‘জোটের অন্দরে আলোচনার পরে আমরা সর্বসম্মত ভাবে সমঝোতা চূড়ান্ত করেছি।’

যদিও আরজেডির আচরণ নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিহার কংগ্রেসের অন্দরে। কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত ঔরঙ্গাবাদে দলের প্রাক্তন সাংসদ নিখিল কুমারকেও লালুর দল আসন ছাড়েনি। নিখিলের বাবা, বিহারের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিং ছিলেন ওই কেন্দ্রের চার বারের সাংসদ। নিখিলের স্ত্রীও ঔরঙ্গাবাদ থেকে কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে জিতেছিলেন। কিন্তু সেখানে একতরফা ভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে আরজেডি। অন্যদিকে, কংগ্রেস জেএনইউ-এর প্রাক্তন ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমারের জন্য বেগুসরাই আসনটি চাইলেও তা একতরফা ভাবে সিপিআই-কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিহারে আরজেডির সঙ্গে সমঝোতা করে ন’টি লোকসভা আসনে লড়েছিল কংগ্রেস। জিতেছিল কিসানগঞ্জে। লালুপ্রসাদ-তেজস্বীর দল ১৯টিতে লড়ে একটিতেও জিততে পারেনি। অন্য তিনটি আঞ্চলিক দলকে আরজেডি ১১টি আসন ছাড়লে তাদের ঝুলিও ছিল শূন্য। বিহারের ৪০টি আসনের মধ্যে ৩৯টিতে জিতেছিল বিজেপি-জেডিইউ-এলজেপির জোট। এ বার কংগ্রেসের পাশাপাশি তিন বাম দল; সিপিএম, সিপিআই এবং সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-এর সঙ্গেও আসনরফা করল আরজেডি।

লাদাখকে পূর্ণ রাজ্যের স্বীকৃতির দাবি, ডান্ডি অভিযানে নামছেন সোনম ওয়াংচুক

লাদাখ, ২৯ মার্চ: লাদাখকে পূর্ণ রাজ্যের স্বীকৃতি-সহ একগুচ্ছ দাবিতে অনশন করেছেন ২১ দিন। সেই অনশন ভঙ্গের পর এবার গান্ধিজির মতো ডান্ডি মার্চ করতে চলেছেন সোনম ওয়াংচুক। আগামী ৭ মার্চ পূর্ব লাদাখে ওই মিছিল করবেন তিনি। জানানো হয়েছে, ওই ডান্ডি অভিযানের উদ্দেশ্য ওই অঞ্চলের বাস্তব সত্যিটা সকলের সামনে তুলে ধরা। যার মধ্যে অন্যতম লাদাখের চিনা আগ্রাসন।

এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সোনম জানাচ্ছেন, ‘৭ মার্চ চাংতাংয়ে পশমিনা মার্চ। ওদের জমি বড় বড় শিল্পে চলে যাচ্ছে। কলকাতার মতো এলাকা চলে গিয়েছে। আবার, চিন আরও দশগুণ নিয়ে নিয়েছে। ওদের কষ্ট দুনিয়াকে দেখাতে ওখানে ৫ থেকে ১০ হাজার লোক নিয়ে যাব। ওরাই দেখাবে আগে কতদূর চড়াতে পারত, এখন কতটুকুতে আটকে আছে।’

কিন্তু সরকার যদি না দেয় প্রশ্ন করা হলে এর জবাবে সোনমের বক্তব্য, ‘সরকার যদি যেতে দেয় তাহলে তাদের বক্তব্য সঠিক প্রমাণিত হবে যে, চিন জমি দখল করেনি। না দিলে প্রমাণ হবে মিথ্যে বলছে।’ এর পর বাস্তবের সোনম জানান, ‘যারা দেশের জমি বাঁচাচ্ছে তারা দেশদ্রোহী নয়, যাদের জন্য দেশের জমি হারিয়ে যাচ্ছে তারা দেশদ্রোহী।’

এমাসের শুরুতে লাদাখকে পূর্ণ রাজ্যের স্বীকৃতি ও আরও একগুচ্ছ

দাবিতে অনশনে বসেছিলেন সোনম। কেবল জল ও নুন ছাড়া কিছুই খাননি। গত মঙ্গলবার সেই অনশন ভঙ্গ করেন তিনি। তখনই তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘লাদাখের সাংবিধানিক সুরক্ষা ও সেখানকার মানুষদের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আমার লড়াই চলবে।’ সোনমের দাবি, প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার যে আশ্বাস সরকার ২০১৯-’২০ সালে দিয়েছিল, তা তারা রাখেনি। না দিয়েছে লাদাখকে পূর্ণ রাজ্যের স্বীকৃতি, না নেওয়া হয়েছে এখানকার পরিবেশরক্ষায় কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ। এই পরিস্থিতিতে এবার ডান্ডি অভিযানের ডাক দিলেন তিনি।

করোনায় চাকরি হারানোর পর চুরি, গ্রেপ্তার প্রাক্তন তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী

বেঙ্গালুরু, ২৯ মার্চ: বেঙ্গালুরুতে মোটা বেতনের চাকরি করতেন তিনি। কিন্তু করোনার সময় আচমকাই চাকরি হারিয়ে বসেন নয়ডার বাসিন্দা জ্যাসি আগরওয়াল। ব্যাংকে জমানো টাকায় কোনওরকমে দৈনিক খরচ চালাতেন। তবে সেই টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার পরেই বিপদে পড়েন। অনেক চেষ্টা করেও দ্বিতীয় কোনও চোকরি জোগাড় করতে পারেননি জ্যাসি। অভিযোগ, সেই থেকেই বাড়ি বাড়ি ঘুরে সুযোগ বুঝে ল্যাপটপ চুরি করতে থাকেন তিনি। চুরি করা সেই সব ল্যাপটপ নিয়ে গিয়ে নিজের শহরে কালোবাজারে বিক্রি করে দিতেন তিনি। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

করোনা অতিমারি যেমন অনেক মানুষের প্রাণ কেড়েছে, তেমনই লক্ষাধিক ভারতীয় চাকরি খুইয়েছেন। প্রায় সকলকেই এই অতিমারি এক অনিশ্চিয়তার সামনে ঠেলে দিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিরই শিকার হন জ্যাসি। পুলিশ সূত্রে খবর, বছর ২৬-এর এই তরুণী বেঙ্গালুরুর একটি তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিতে কাজ করতেন। থাকতেন ‘পেয়িং গেস্ট’ (পিজি) হিসাবে। কিন্তু কোভিডের সময় সেই চাকরি হারিয়ে বসেন জ্যাসি।

কী ভাবে নিজের খরচ চালাবেন সেই চিন্তায় ঘুম উড়ে যায় তরুণীর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য বেশ কয়েকটি কোম্পানিতে চাকরির খোঁজ করেন। ইন্টারভিউ দেন। কিন্তু চাকরি না পেয়ে হতাশায় ভুগতে শুরু করেন জ্যাসি। হাতসাফাই করতে থাকেন তিনি। প্রথমে নিজের পিজিতে, তার পর বিভিন্ন এলাকার পিজি থেকে ল্যাপটপ এবং বিভিন্ন গ্যাজেট চুরি করতে থাকেন বলে অভিযোগ ওঠে জ্যাসির বিরুদ্ধে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তদন্তে নামে পুলিশ। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই উঠে আসে জ্যাসির নাম। গত ২৬ মার্চ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে ২৪টি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা। তদন্তকারী এক পুলিশ অফিসারের কথায়, ‘জ্যাসি অনেক এলাকাতে ঘুরে ঘুরে চুরি করতেন। যে সব পিজি থেকে চুরির অভিযোগ এসেছে, সেই সব এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেই অভিযুক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। তার পর তাঁর গতিবিধির উপর নজরদারি চালিয়ে জ্যাসিকে গ্রেফতার করা হয়। জেরার মুখে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে নেন তিনি। সেই সঙ্গে এ-ও জানান কেন তিনি চুরি করতেন।’

মুম্বইয়ের আসন চেয়ে উদ্ধবের কাছে দাবি এনসিপির

মুম্বই, ২৯ মার্চ: মহারাষ্ট্রের ১৭টি আসনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি) বুধবার একতরফা ভাবে প্রার্থী ঘোষণা করার পরেই ‘একলা চলো’র কথা ঘোষণা করেছেন ‘বঞ্চিত বহুজন অঘাড়ি’ (ভিবিএ)-র প্রধান তথা প্রাক্তন সাংসদ প্রকাশ আম্বেদকর। এ বার বিরোধিতার ‘বার্তা’ এল মহাবিকাশ অঘাড়ি জোটের অন্দর থেকেই। এনসিপি(শরদ) নেত্রী বিদ্যা চৌহান শুক্রবার উদ্ধবসেনার আচরণে ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেছেন, ‘আমাদের নেতা শরদ পাওয়ারের প্রতি সম্মান জানিয়ে মুম্বইয়ের অন্তত একটি লোকসভা আসন ছেড়ে দেওয়া উচিত উদ্ধব ঠাকরের।’ লোকসভা ভোটে আসনরফা নিয়ে মহাবিকাশ অঘাড়ির অন্য দুই শরিক কংগ্রেস এবং এনসিপির সঙ্গে আলোচনা চলকালীনই মুম্বইয়ের ছ’টি লোকসভা আসনের মধ্যে চারটিতে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে উদ্ধবের দল। তা নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নানা পাটোলেও। বিআর আম্বেদকরের পৌত্র প্রকাশও আলাদা ভাবে ন’টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে কার্যত বিরোধী জোটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বার্তা দিয়েছেন। উদ্ধব-ঘনিষ্ঠ রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জয় রাউত শুক্রবার আরও অনমনীয়তার বার্তা দিয়েছেন। জানিয়েছেন, গত দু’টি ভোটে বিজেপির জেতা আসন মুম্বই উত্তরেও তাঁরা প্রার্থী দেবেন। এনসিপি নেত্রী বিদ্যা শিবসেনা (ইউবিটি)-র এই আচরণের সমালোচনা করে বলেন, ‘গত বার আমরা মুম্বই উত্তর-পূর্ব আসনে লড়েছিলাম। এ বারও ওই আসনটিতে আমাদের প্রার্থীকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু তা না মেনেই একতরফা প্রার্থী দিল উদ্ধবের দল। এর ফলে মুম্বইয়ে আমাদের দলের কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন।’

ইজরায়েলি হামলায় সিরিয়ায় নিহত কমপক্ষে ৪২ জন

দামাস্কাস, ২৯ মার্চ: সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে আকাশপথে ইজরায়েলের হামলায় প্রাণ হারালেন ৪০-এরও বেশি মানুষ। নিহতদের মধ্যে রয়েছে হেজবোল্লার ৬ জন সদস্য। সব মিলিয়ে ওই হামলায় ৪২ জনের মৃত্যুর খবর জানা যাচ্ছে। আহত বহু।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাত ১টা ৪৫ নাগাদ সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় শহরটির আকাশে হামলা চালায় ইজরায়েল। বহু অঞ্চলেই চালানো হয় ড্রোন হামলা। সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে একথা জানানো হয়েছে। তবে সরকারি তরফে মৃতের সংখ্যা আলাদা করে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু সাধারণ নাগরিক থেকে সেনা- বহু মানুষ যে মারা গিয়েছেন, ধ্বংস হয়েছে বহু সম্পত্তি তা জানানো হয়েছে। এও জানা যাচ্ছে, আলেপ্পো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে অস্ত্র কারখানায় হামলা চালানো হয়েছে। এর

পরই সেখানে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। তবে ইজরায়েলের তরফে এখনও এই হামলার খবরটি নিশ্চিত করা হয়নি।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের হামলার পর প্রত্যাঘাত করে তেল আভিভ। সেই সঙ্গেই প্রতিবেশী দেশ সিরিয়ার বিরুদ্ধেও শুরু হয় হামলা। সেদেশের দুটি প্রধান বিমানবন্দর দামাস্কাস ও আলেপ্পোর বিমানবন্দরে আচমকাই হামলা চালানো হয়। এর পর থেকে মাঝে মাঝেই হামলার কথা জানা গিয়েছে। হামলা চালানো হয়েছিল সিরিয়ার সেনা বিমানঘাঁটি থেকে সেনার অন্যান্য ছাউনিতেও। সিরিয়ায় ইরান সমর্থিত জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির ঘাঁটিতে হামলা চালানোর কথা স্বীকারও করেছে নেতানিয়াহুর দেশ।

কেজরির গ্রেপ্তারি নিয়ে এবার উদ্বেগ প্রকাশ রাষ্ট্রসংঘের

নিউ ইয়র্ক, ২৯ মার্চ: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি এবং কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ। ভোটমুখী ভারতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দুই পদক্ষেপ নিয়ে এবার পরোক্ষে উদ্বেগ প্রকাশ করল খোদ রাষ্ট্রসংঘ। তাদের বক্তব্য, ‘আমরা আশা রাখছি ভারতে সবার অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।’

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারি নিয়ে আগেই মুখ খুলেছে জার্মানি এবং

আমেরিকা। জার্মানির বক্তব্য ছিল, ‘যে কোনও অভিযুক্তের মতোই কেজরিওয়ালও ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন বিচারের অধিকারী। কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই তিনি যেন সব ধরনের আইনি রাস্তায় যেতে পারেন। সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।’ একই সুরে ভারতের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করে আমেরিকাও। মার্কিন বিদেশ মন্ত্রক আবার বলে দেয়, কেজরির গ্রেপ্তারির বিষয়টি তাদের নজরাধীন রয়েছে। আপ সুপ্রিমোর বিচার যেন ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী হয়।

এবার খোদ রাষ্ট্রসংঘ খানিকটা জার্মানি এবং আমেরিকার সুরে দিল্লির উপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিল। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফান ডুজারিচ বলেন, ‘আমরা ভীষণভাবে আশাবাদী যে ভারত বা যে যে দেশে নির্বাচন হচ্ছে, সেখানেই সবার অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। এর মধ্যে যেমন রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়টি রয়েছে, তেমনই রয়েছে সামাজিক অধিকার। আমরা চাই, সবাই যেন নির্ভয়ে সুষ্ঠুভাবে ভয়মুক্ত পরিবেশে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।’

উল্লেখ্য, এর আগে জার্মানি এবং আমেরিকা দুই দেশকেই জবাব দিয়েছে ভারত। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনও হস্তক্ষেপই বরদাস্ত করা হবে না, সাফ জানিয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। এবার রাষ্ট্রসংঘের এই উদ্বেগ নিয়ে দিল্লি কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার।

কেজরির ফোন ঘেঁটে দেখতে চায় ইডি অতিশী

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: আবগারি মামলায় ধৃত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বর্তমানে ইডি হেপাজতে রয়েছেন। এই গ্রেপ্তারি ‘বেআইনি’ বলে দাবি করছে আম আদমি পার্টি। শুক্রবার দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতিশী মারলেনা ইডির বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ করলেন। তাঁর দাবি, কেজরিওয়ালের মোবাইল ফোন খুলে লোকসভা ভোটে আপের কৌশল সম্পর্কে ঘেঁটে বিশদে জানতে চাইছে ইডি। বিজেপি ইডিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। এই মামলায় শুক্রবার ইডির তদন্তপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অতিশী। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কেজরিওয়ালের যে ফোনটি ঘেঁটে দেখতে চাইছে, সেটি মাত্র কয়েক মাসের পুরনো। যখন দিল্লিতে নতুন আবগারি নীতি কার্যকর করা হয়েছিল, সে সময় আপ প্রধানের এই ফোন ছিল না। অতিশীর কথায়, ‘আসলে ইডি নয়, কেজরিওয়ালের ফোনে কী আছে, তা জানতে চায় বিজেপি। কারণ এই ফোনেই লোকসভা ভোটে আপের কৌশল, প্রচার পরিকল্পনা, বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনা সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। বিজেপি সেই সব তথ্যই জানতে চাইছে।’

Howrah Municipal Corporation Borough-VII
57, Sastri Narendra Nath Ganguly Lane-711104
Phone : 033 -2627 -0182
TENDER NOTICE
NIT No.: TN/014/ ED/AE/ B-VII/PE 2024 /ACE-172/AMF works /2023-24.
Date : 28.03.2024
The work is election related and emergent in nature. For details of N.I.T. please refer to notice board of Borough-VII office & also visit website i.e. www.wbtenders.gov.in . Bid submission starting date : **30.03.2024 at 6:00 p.m. (ON-LINE).** Bid submission closing date : **09.04.2024 at 6:00 p.m. (ON-LINE).**
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

For Sale/eAuction: Water damaged dalmia cement- 248 MT (4960 Bags) lying at Dalmia cement Kalighat Depot West Bengal Kolkata-700025 Contact Person - Mr.Sabyasachi Ray -8481930653 Last Date For Inspection & EMD Deposit –05.04.2024 & Date Of E-auction- 06.04.2024 (3 PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta- 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On ‘As Is Where Is’, ‘Whatever There Is’ And ‘No Complaint’ Basis).
For More Details:
mf.islam@Salvagemanagers.com
Www.Salvagemanagers.Com

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসইআর-ওএইচই-এইচডব্লুএইচ-কেজিপি-২×২৫ কেভি, তারিখ ২৭.০৩.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), গার্ডেনরিচ, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** “৩০০০ এমটি লোডিংয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনের হাওড়া (ছাড়া)—খড়গপুর (সহ) শাখার জন্য ১×২৫ কেভি থেকে ২×২৫ কেভি ট্র্যাকশন সিস্টেমে ইলেক্ট্রিক ট্র্যাকশন সিস্টেমের আপগ্রেডেশনের জন্য নক্শা তৈরি, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ।” **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১২৯,০৬,৩৯,৭৩২.৬৭ টাকা। **বিড সিকিউ রিটি ঃ** ৬৬,০৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। **অনুসন্ধান জমার শেষ তারিখ ঃ** ১৫.০৪.২০২৪। **প্রাক্-বিড মিটিং ঃ** ১৫.০৪.২০২৪-এ বেলা ১২টা। ঠিকানা ঃ ১১, কনভেন্ট লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-৭০০ ০১৫। **প্রিঅ্যাম্বল্-এর ক্লজ ৩(৩)(২) অনুযায়ী বিড সিকিউরিটির জন্য অরিজিনাল ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির (যদি প্রযোজ্য হয়) বাস্তবিক জমা ঃ** ১৪.০৪.২০২৪ তারিখে ১১, কনভেন্ট লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-৭০০ ০১৫। **টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় এবং টেন্ডার খোলা ঃ** (১) জমার শেষ তারিখ ১৫.০৪.২০২৪ এ দুপুর ২টা। (২) টেন্ডার খোলা হবে ১৫.০৪.২০২৪-এ দুপুর ৩টায়। **ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে ঃ www.ireps.gov.in**
(PR-1258)

दामोदर घाटी निगम / DAMODAR VALLEY CORPORATION
डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड, कोलकाता-7000054 / DVC Towers, VIP Road, Kolkata - 700054
Notification No: DVC/COMML/MVCA/2023-24/4 **dated 30/03/2024.**
Notice to Consumers of Damodar Valley Corporation (DVC) and Purchasers of Electricity from DVC regarding Monthly Variable Cost Adjustment (MVCA) under the purview of the Hon'ble West Bengal Electricity Regulatory Commission
In terms of the West Bengal Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2011, recoverable Monthly Variable Cost Adjustment (MVCA) in accordance with the Monthly Variable Cost Adjustment Formula contained in the West Bengal Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2011, as amended, works out at 05 paisa per unit for the month of February, 2024 from the consumers of DVC and purchaser of electricity from DVC under the purview of West Bengal Electricity Regulatory Commission.
Such MVCA will be subject to annual reconciliation during determination of APR to be done by the Commission in accordance with the above Regulations. Please follow the link “https://www.dvc.gov.in/cms-web/mvc_diff_ecr_wb” to view the detail computation available in the DVC Website.
A. Patra
Senior General Manager (Commercial)
Date : 30.03.2024
INF&PR/46/Comml/23-24

ঝগড়া অতীত, কোহলিকে জড়িয়ে ধরলেন গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা নাইট রাইডার্সে মেন্টর হিসাবে ফিরে কি বদলে গেলেন গৌতম গম্ভীর? গত বারের আইপিএলে মাঠে কোহলির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল গম্ভীরের। তখন গম্ভীর লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর। এ বার বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচ চলাকালীন মাঠে নেমে কোহলিকে জড়িয়ে ধরলেন গম্ভীর।

আরসিবির ইনিংসের ১৬ ওভারের পরে টাইম আউট হয়। আড়াই মিনিটের বিরতিতে মাঠে নামেন গম্ভীর ও চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। কেকেআরের ক্রিকেটারদের শেষ চার ওভারের পরিকল্পনা জানান তাঁরা। তখন পাশে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছিলেন বিরাট। হঠাৎ দেখা যায়, গম্ভীর তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। দর্শকেরা ভেবেছিলেন আবার হয়তো কথা কাটাকাটি হবে। তাই চিন্নাস্বামীর গ্যালারি থেকে চিৎকার শুরু হয়।

সবাইকে অবার করে দিয়ে কোহলিকে হাসি মুখে জড়িয়ে ধরেন গম্ভীর। পাল্টা কোহলিও হাসেন। দু'জনের মধ্যে কিছু কথা হয়। তার পরে ডাগ আউটের দিকে এগিয়ে যান গম্ভীর। কোহলি আবার ব্যাট করতে যান। দু'জনের মধ্যে ঝামেলা না হওয়ায় চিন্নাস্বামীর গ্যালারিও চুপ করে যায়।

গম্ভীর ও কোহলির বিবাদ নতুন নয়। গম্ভীর যখন কেকেআরের অধিনায়ক তখনই একটি ম্যাচে মাঠে লেগে গিয়েছিল দুই ক্রিকেটারের। মাঠে তর্কের পরে ডাগ আউটে ফিরে চেয়ারে লাথি মারতেও দেখা গিয়েছিল গম্ভীরকে। পরে গত মরসুমে গম্ভীর লখনউয়ের মেন্টর থাকাকালীন একটি ম্যাচে দু'জনের মধ্যে বিবাদ হয়। প্রথমে লখনউয়ের ক্রিকেটার নবীন উল হকের সঙ্গে বিবাদ হয় কোহলির। তার মধ্যে ঢুকে পড়েন গম্ভীর। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে দু'জনকে সরাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন সতীর্থেরা। এ বার অবশ্য তেমন কিছু দেখা গেল না। হাসি মুখে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন।

কলকাতার বিরাট জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ বারের আইপিএলে প্রথম দল হিসাবে অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় পেল কেকেআর। ২০১৫ সালের পর থেকে বেঙ্গালুরুর মাঠে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হারেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স। এই নিয়ে বেঙ্গালুরুর মাঠে টানা ছ'টি ম্যাচ জিতল কলকাতা। বিরাট কোহলিদের ৭ উইকেটে হারালেন শ্রেয়স আয়ারেরা। আরসিবির ৬ উইকেটে ১৮২ রানের জবাবে ১৬.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৮৬ কেকেআরের। এ দিনের জয়ের সুবাদে আইপিএলের পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল কেকেআর।

জয়ের জন্য ১৮৩ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে বেঙ্গালুরুর ২২ গজে আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন কেকেআরের দুই ওপেনার ফিল সল্ট এবং সুনীল নারাইন। নিজের ৫০০তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখলেন কেকেআরের ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার। কার্যত নিশ্চিত অর্ধশতরান হাতছাড়া করলেন তিনি। ২২ বলে ২টি চার এবং ৫টি ছয়ের সাহায্যে ৪৭ রানের ইনিংস খেললেন নারাইন। পরের ওভারেই আউট হয়ে গেলেন সল্ট। বিজয়কুমার বৈশাখের বলে আউট হওয়ার আগে ইংরেজ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার করলেন ২০ বলে ৩০। মারলেন ২টি করে চার এবং ছয়। ওপেনিং জুটির পর কেকেআর ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার এবং বেঙ্কটেশ আয়ার। তাঁদের জুটি জয়ের লক্ষ্য ওভার প্রতি ৬ রানের নীচে নামিয়ে নিয়ে আসে। দু'জনের মধ্যে দ্রুত গতিতে রান তুলছিলেন বেঙ্কটেশ। শ্রেয়স কিন্তু এখনও ফর্মের খোঁজে রয়েছেন। যদিও বেঙ্গালুরুর বোলারদের এ দিন কেকেআর ব্যাটারদের দাপটে গোটা ম্যাচেই বেশ সাধারণ দেখিয়েছে। বেঙ্কটেশ আউট হলেন ৩০ বলে ৫০ রান করে। মারলেন ৩টি চার এবং ৪টি ছক্কা। শেষ পর্যন্ত শ্রেয়স এবং রিঙ্কু সিংহ অপরাজিত থাকলেন। শ্রেয়স করলেন ২৪ বলে ৩৯। মারলেন ২টি করে চার এবং ছয়। রিঙ্কু করলেন ৫ বলে ৫ রান। বেঙ্গালুরুর সফলতম বোলার বিশাখ ২৩ রানে ১ উইকেট নিলেন। ২৩ রানে ১ উইকেট ময়ঙ্ক দাগারেরও। ৪৬ রান দিয়ে ১ উইকেট নিলেন যশ দয়াল। এর আগে টস জিতে প্রতিপক্ষকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান কেকেআর অধিনায়ক শ্রেয়স। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ৬ উইকেটে ১৮২ রান তোলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। দলের ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন কোহলি। ওপেন করতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকলেন তিনি। তাঁর ব্যাট থেকে এল ৮৩ রানের অপরাজিত ইনিংস। ৪টি করে চার এবং ছক্কা এল তাঁর ব্যাট থেকে। তবে ব্যাট হাতে রান পেলেন না বেঙ্গালুরু অধিনায়ক ডুপ্লেসি (৮)। তিন নম্বরে নেমে কোহলিকে সঙ্গ দিলেন ক্যামেরন গ্রিন। তিনি ২১ বলে ৩৩ রান করলেন ৪টি চার এবং ২টি ছক্কার সাহায্যে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ব্যাট থেকে এল ১৯ বলে ২৮। ৩টি চার, ১টি ছয় মারলেন অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার। তবে রজত পাটীদার (৩) এবং অনুজ রাওয়াত (৩) পর পর ব্যর্থ হওয়ায় বেঙ্গালুরুর রান তলার গতি একটা সময় কিছুটা কমে যায়। শেষ দিকে ব্যাট হাতে রান তোলার গতি বৃদ্ধি করলেন দীনেশ কার্তিক। ৮ বলে ২০ রানের ইনিংস এল তাঁর ব্যাট থেকে।

দ্বিতীয় ম্যাচেও ফিল্ডিং নিয়ে উদ্বেগ থাকবে কেকেআর শিবিরে। বেঙ্গালুরুর মাঠেও তিনটি ক্যাচ ফেললেন নাইটরা। চিন্তা থাকল ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকায় কেনা মিচেল স্টার্ককে নিয়েও। আইপিএলে দ্বিতীয় ম্যাচেও উইকেট পেলেন না। অজি জোরে বোলার খরচ করলেন ৪৭ রান। দু'ম্যাচে ৮ ওভার বল করে ১১০ রান দিয়েও উইকেটহীন স্টার্ক। ৫০০তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে নামা নারাইন ৪০ রানে ১ উইকেট নিলেন। তবে ম্যাক্সওয়েলের সহজ ক্যাচও ফেললেন তিনি। এ দিন আইপিএলে ১০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করলেন আন্দ্রে রাসেল। তিনি ২৯ রানে ২ উইকেট নিলেন। হর্ষিত রানা ২ উইকেট ৩৯ রানের বিনিময়।

ক্ষুব্ধ দিল্লি কোচ পন্টিং, কীভাবে পাঁচ বিদেশি খেলায় রাজস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাত্র রাজস্থান রয়্যালসের ১৮৫ রান তাড়া করতে নেমেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু দুই বল হতে না হতেই খেলা বন্ধ। কেন? ব্যাটসম্যান ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে কথা বলছিলেন আম্পায়ার নিতিন মেনন। এগিয়ে এসে আলাপে যোগ দেন রাজস্থানের জস বাটলারও।

কিন্তু ঘটনার মূল চরিত্র আসলে তাঁদের কেউ নন। ডাগআউটের পাশে দিল্লি কোচ রিকি পন্টিং তখন ক্ষুব্ধ। তাঁকে কিছু একটা বোঝাচ্ছিলেন চতুর্থ আম্পায়ার। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল আম্পায়ার পন্টিংকে একটা কাগজ দেখাচ্ছেন। পরে জানা গেছে, রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ এনেছিলেন পন্টিং। কিন্তু নিয়ম যে আসলে কী, রাজস্থান ভুল করেছে কি না, সেটাই তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন চতুর্থ আম্পায়ার।

আইপিএলে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে রাজস্থান ও দিল্লি মুখোমুখি হয় জয়পুরে। দিল্লির ইনিংসের শুরুতেই খেলা থমকে যায় বিদেশি খেলোয়াড় নিয়ে তৈরি হওয়া ওই পরিস্থিতিতে। রাজস্থান প্রাথমিকভাবে একাদশে রেখেছিল তিন বিদেশি;জস বাটলার, শিমরন হেটমায়ার ও ট্রেন্ট বোল্ট। ফিল্ডিংয়ে নামার সময় তারা হেটমায়ারকে তুলে নিয়ে ইমপ্যাক্ট বদলি খেলোয়াড় হিসেবে নামায় দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার নান্দ্রে বার্গারকে। তবে ঝামেলাটা বাধে রিয়ান পরাগের জায়গায় এরপর রোভমান পাওয়েল ফিল্ডিংয়ে নামলে।

দিল্লির টিম ডিরেক্টর সৌরভ গাঙ্গুলী ও কোচ পন্টিংয়ের মতে, পাওয়েলকে ফিল্ডিংয়ে নামানো ঠিক হয়নি। এক ম্যাচে চারজন বিদেশি খেলতে পারেন। বার্গারকে ইমপ্যাক্ট বদলি করার মাধ্যমে রাজস্থানের সেই কোটা পূরণ হয়ে গেছে। পাওয়েল ম্যাচে পঞ্চম বিদেশি হিসেবে নেমেছেন, যা নিয়মবিরুদ্ধ।

দিল্লি ডাগআউটের এই অভিযোগই খণ্ডাতে গিয়েছিলেন চতুর্থ আম্পায়ার মদনগোপাল কাপুরাজ। টিম শিটে খেলোয়াড়দের নাম দেখে বোঝাতে চেয়েছেন, নিয়মের বাইরে কিছু হয়নি। পন্টিংও একটা পর্যায়ে ক্ষান্ত দিয়ে ডাগআউটে ফেরেন। পাওয়েলও ফিল্ডিং চালিয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত রাজস্থানের কাছে ম্যাচটি ১২ রানে হেরেছে দিল্লি। কিন্তু কোন নিয়মের কারণে রাজস্থান পঞ্চম বিদেশিকে মাঠে নামাল? আইপিএলের প্লেয়িং কন্ডিশন কী বলে?

এ সংক্রান্ত ধারা ১.২.৫ বলে, 'একটি দল ম্যাচের শুরুর একাদশে চারজনের বেশি বিদেশি খেলোয়াড় রাখতে পারবে না। আর ধারা ১.২.৬ বলে, একটি দল একই সময়ে চারজনের বেশি বিদেশিকে মাঠে রাখতে পারবে না। যদি কোনো দল চারজন বিদেশিকে দলে রাখে, সে ক্ষেত্রে বদলি হিসেবে আরেকজন বিদেশিকে ফিল্ডিংয়ে নামানো যাবে একজন বিদেশিরই জায়গায়। আর কোনো দল যদি চারজনের কম বিদেশিকে শুরুর একাদশে রাখে, তখন বিদেশি খেলোয়াড় বদলি করা যাবে, তবে একই সময়ে বিদেশি খেলোয়াড়ের সংখ্যা চারের বেশি হতে পারবে না।'

পাওয়েল যখন বদলি ফিল্ডার হিসেবে মাঠে নামেন, তখন মাঠে দলটির বিদেশির সংখ্যা চারই হয়েছে। কারণ, হেটমায়ার ততক্ষণে বদলি হয়ে একাদশ থেকে বেরিয়ে গেছেন। বাটলার, বোল্ট, বার্গার, পাওয়েলসহ মাঠে বিদেশি খেলোয়াড় চারজনই;এটাই দিল্লি কোচ পন্টিংকে বুঝিয়েছেন চতুর্থ আম্পায়ার।

ধোনিদের থেকে ভিন্ন জার্সি মুস্তাফিজুরের, মদের লোগো সরিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজরি মতো চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতেও রয়েছে বিভিন্ন সংস্থার লোগো। জার্সিতে সেই সব লোগো নিয়েই মাঠে নামছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, রবীন্দ্র জাডেজার মতো ক্রিকেটারেরা। ব্যতিক্রম মুস্তাফিজুর রহমান এবং মঈন আলি। ফ্র্যাঞ্চাইজরি অন্যতম কর্পোরেট স্পনসরের লোগো জার্সি থেকে খুলে ফেলেছেন তাঁরা। কারণ সেই সংস্থা মদ প্রস্তুত করে।

চেন্নাইয়ের ডানহাতি ক্রিকেটারদের বাঁ হাতে এবং বাঁহাতি ক্রিকেটারদের ডান হাতে একটি সংস্থার লোগো রয়েছে। আইপিএলের লোগোর ঠিক উপরে রয়েছে 'এসএনজে ১০০০০' লেখা একটি লোগো। সকলের জার্সিতে লোগোটি দেখা গেলেও ব্যতিক্রম বাংলাদেশের জোরে বোলার এবং ইংরেজ অলরাউন্ডার। সেই লোগোটি ছাড়াই আইপিএলের ম্যাচ খেলছেন মুস্তাফিজুর, মঈন। তাঁরা ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের জার্সিতে যেন লোগোটি ছাপা না হয়। নির্দিষ্ট ওই লোগোটি নিয়ে মাঠে নামবেন না।

কেন এমন সিদ্ধান্ত মুস্তাফিজুর, মঈনের? জানা গিয়েছে, চেন্নাই সুপার কিংসের ওই কর্পোরেট স্পনসর একটি মদ প্রস্তুতকারক সংস্থা। লোগোর মধ্যে অ্যালকোহল বা তেমন কোনও শব্দ না থাকলেও মুস্তাফিজুরেরা ধর্মীয় কারণে আপত্তি জানান। লোগোটি তাঁদের জার্সি থেকে সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান। নিয়ম অনুযায়ী, ফ্র্যাঞ্চাইজরি সব স্পনসর সংস্থার লোগোই জার্সিতে ব্যবহার করতে বাধ্য থাকেন ক্রিকেটারেরা। সংস্থাগুলির হয়ে বিজ্ঞাপনও করেন তাঁরা। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মুস্তাফিজুরদের অনুরোধ মেনে নিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংস কর্তৃপক্ষ। প্রস্তুতকারীদের বলে দেওয়া হয় মুস্তাফিজুর এবং মঈনের জার্সিতে নির্দিষ্ট লোগোটি না রাখতে। সেই মতোই মদ প্রস্তুতকারক সংস্থার লোগো ছাড়াই আইপিএলের ম্যাচ খেলছেন বাংলাদেশের জোরে বোলার। ধোনি, জাডেজাদের থেকে একটি কম লোগো জার্সিতে নিয়ে মাঠে নামছেন দুই ক্রিকেটার।

আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই ৪ উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছেন মুস্তাফিজুর। জিতেছেন ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও। শাকিব আল হাসানের বর বাংলাদেশের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএলে ৫০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন তিনি। এ বারের আইপিএলে তিনিই একমাত্র বাংলাদেশের ক্রিকেটার।

রিচাদের সম্মান জানানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিরাট, কথা বলেছিলেন মালিকের সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলির জন্যই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ট্রফিজয়ী মহিলা দলকে সম্মান জানানো হয়েছিল। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ জিতেছে আরসিবি। সেই দলের ক্রিকেটারদের সম্মান জানায় বেঙ্গালুরু। আইপিএল শুরুর আগে পুরুষদের দলের সামনে সম্মান জানানো হয় মহিলা দলকে। এই ভাবনা ছিল বিরাটের। যা প্রকাশ্যে আনলেন আরসিবি-র মহিলা ক্রিকেটার কেট ক্রস।

১৯ এপ্রিল আরসিবি-র একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে ছেলেদের আইপিএল শুরুর আগে বিরাটদের নতুন জার্সি উদ্বোধন হয়। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর থেকে নাম বদলে হয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ওই অনুষ্ঠানেই সম্মান জানানো হয় মেয়েদের দলকে। ক্রস বলেন, তবিরাট কোহলির থেকে দলের মালিকেরা বার্তা পেয়েছিলেন। সেখানে বলা ছিল রবিবারের ওই অনুষ্ঠানে মেয়েদের দলকে সম্মান জানানোর কথা।দ

মেয়েদের দলের জন্য বিরাটের এই ভাবনা ভাল লেগেছে ক্রসের। তবে শুধু তিনি নন, রিচা ঘোষও জানিয়েছিলেন তাঁর ভাল লাগার কথা। বাংলার মেয়ে আরসিবি দলে ছিলেন। চার মেরে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন রিচা। তিনি বলেছিলেন, তআরসিবি-র অনুষ্ঠানে বিরাটের সঙ্গে দেখা হয়। ও আমাকে শুভেচ্ছা জানায়। চার মেরে ট্রফি জেতানোর জন্য পিঠ চাপড়ে দেয়।দ রিচার কথা হয়েছিল ফ্যাফ ডুপ্লেসি, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের সঙ্গেও। তাঁরাও শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এত জন তারকা ক্রিকেটারের সঙ্গে সময় কাটাতে পেরে উচ্ছ্বসিত রিচা। আরও খুশি ছেলেদের দল ট্রফিজয়ী মহিলা দলকে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়ায়।

টানা তিন দিন বিছানায়, ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে মাঠে নেমে দিল্লিকে 'ব্যথা' দিলেন পরাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৩ আইপিএলে ৭ ইনিংসে ৭৮ রান। ১৩ ব্যাটিং গড়ে স্ট্রাইকরেট ১১৮.১৮। আগের বছর নিলামে ৩ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে কেনার পর রিয়ান পরাগের কাছে মোটেও এমন পারফরম্যান্স আশা করেনি রাজস্থান রয়্যালস। এবার আইপিএলে দুই ইনিংসে পরাগের রান ১২৭। স্ট্রাইকরেট ১৭১.৬২। এর মধ্যে গতকাল জয়পুরে কঠিন উইকেটে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ম্যাচ জেতানো ৪৫ বলে অপরাজিত ৮৪ রানের ইনিংসও আছে। টি-টোয়েন্টিতে এটাই পরাগের ক্যারিয়ার সেরা ইনিংস।২২ বছর বয়সী পরাগ নিজেকে ভালোভাবে প্রস্তুত করেই এবার আইপিএলে ভালো শুরু পেয়েছেন। এ মৌসুমে ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে সর্বোচ্চ ৫১০ রান (১০ ইনিংস) এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। ৮৫ ব্যাটিং গড়ে স্ট্রাইকরেট ১৮৩ এর কাছাকাছি। আর এই পথে টানা সাতটি ফিফটি তুলে নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে গড়েছেন টানা সর্বোচ্চ ইনিংসে ফিফটির রেকর্ডও।

গতকাল ম্যাচ শেষে পরাগ জানিয়েছেন, তাঁর এই পাল্টে যাওয়ার পেছনে রয়েছে প্রচুর অনুশীলন, 'কে বল করছে সেটা নয়, কী বল করছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ, আর সেগুলোই বেশি বেশি অনুশীলন করেছি। আজ রাতে (গতকাল) তার কিছু কাজে লাগাতে পেরেছি।'

পরাগ কেমন কাজে লাগিয়েছেন, তার একটা ছোট্ট উদাহরণ হচ্ছে রাজস্থান রয়্যালসের ইনিংসে শেষ ওভারটা। বোলিংয়ে ছিলেন দিল্লির পেসার আনরিখ নর্কিয়া। বিশ্বের অন্যতম গতিময় এই পেসারের কাছ থেকে পরাগ একাই তুলেছেন ২৫ রান। অথচ শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থও ছিলেন না। আগের তিন দিন বিছানায় পড়েছিলেন। ম্যাচের দিন সকালে ব্যথানাশক ওষুধ (পেইন কিলার) খেয়ে ম্যাচটা খেলতে নেমেছিলেন।

কিন্তু মাঠে দেখা গেল পরাগের উইলো-বাজিতে হারের ব্যথাটা দিল্লিই পেল। ম্যাচ-পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পরাগ বলেছেন, 'গত তিন দিন অনেক ধকল গেছে। বিছানায় পড়ে ছিলাম। অসুস্থ ছিলাম। ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে আজ (গতকাল) উঠে দাঁড়িয়েছি। এরপর ঠিকঠাকমতো সব করতে পেরেছি। তাই নিজের জন্য ভালো লাগছে।'

কিন্তু মাঠে দেখা গেল পরাগের উইলো-বাজিতে হারের ব্যথাটা দিল্লিই পেল। ম্যাচ-পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পরাগ বলেছেন, 'গত তিন দিন অনেক ধকল গেছে। বিছানায় পড়ে ছিলাম। অসুস্থ ছিলাম। ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে (গতকাল) উঠে দাঁড়িয়েছি। এরপর ঠিকঠাকমতো সব করতে পেরেছি। তাই নিজের জন্য ভালো লাগছে।'

রান পাওয়ার এই ম্যাচে একটি রেকর্ডও গড়েছেন পরাগ। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ১০০ ম্যাচ খেলার মাইলফলক ছুঁয়েছেন গতকাল রাতের ম্যাচে। ২২ বছর ১৩৯ দিন বয়সে পরাগ রেকর্ডটি গড়ার পথে পেছনে ফেলেছেন তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলেরই অধিনায়ক স্যামসনের রেকর্ড। ২২ বছর ১৫৭ দিন বয়সে রেকর্ডটি গড়েছিলেন স্যামসন।

যুক্তরাষ্ট্র দলে প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অলরাউন্ডার কোরি অ্যান্ডারসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেকের সামনে দাঁড়িয়ে কোরি অ্যান্ডারসন। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন এ অলরাউন্ডারকে আগামী মাসে হতে যাওয়া কানাডার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য যুক্তরাষ্ট্র দলে রাখা হয়েছে।

২০১৮ সালে নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বশেষ খেলা অ্যান্ডারসন অবসরের ঘোষণা দেন ২০২০ সালে। একসময় ওয়ানডেতে দ্রুততম সেঞ্চুরির মালিক অবশ্য এরপর যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার ইচ্ছার কথা জানান। গত বছর তাদের হয়ে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করেন।

গত ডিসেম্বরে অ্যান্ডারসন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'মিথ্যা বলব না, আরেকটি বিশ্বকাপ খেলাটা রোমাঞ্চকর। (বিশেষ করে) যুক্তরাষ্ট্র যখন আয়োজক। আর যদি আরেকটু লম্বা সময় টিকে থাকতে পারি, তাহলে হয়তো অলিম্পিকেও যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে পারব।'

৩৩ বছর বয়সী অ্যান্ডারসনের স্ত্রী মেরি মারগারেট যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা। তাঁর সুবাদে পরিবারসহ কয়েক বছর ধরেই টেক্সাসের ডালাসে বাস করছেন নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৯৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা অ্যান্ডারসন। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট মেজর লিগ ক্রিকেটেও এরই মধ্যে খেলেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একাধিক দেশের হয়ে খেলার ঘটনা নতুন নয় মোটেও। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেই এখন পর্যন্ত একাধিক দেশের হয়ে খেলেছেন ১৭ জন। নিউজিল্যান্ডের হয়ে এখন পর্যন্ত খেলেছেন তিনজন, যাঁরা কিউইদের আগে অন্য দেশের জার্সি পরেছিলেন। লুক রনকি (অস্ট্রেলিয়া), মাইকেল রিপ্পনের পর মার্ক চাপম্যানকে (হংকং) পেয়েছে নিউজিল্যান্ড। অবশ্য নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলার পর ভিন্ন কোনো দেশের হয়ে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেননি কেউ। অ্যান্ডারসন সে ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি হবেন।

অ্যান্ডারসনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র দলে রাখা হয়েছে হারমীত সিংকেও। ভারতীয় এ বাঁহাতি অলরাউন্ডার ২০১২ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন। আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের ম্যাচ গড়াপেটা,কাণ্ডে তাঁর নাম এসেছিল, যদিও পরে সব রকম অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তাঁকে।

আগের মতো কানাডার বিপক্ষে সিরিজেও যুক্তরাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেবেন মোনাক প্যাটেল। সিরিজের দল ঘোষণার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেছেন, 'আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যখন সন্নিকটে, তখন আমাদের দলের জন্য এ সিরিজের তাৎপর্য অনেক। আমাদের কিছু নতুন খেলোয়াড় এসেছে দলে। এগুলো আমাদের ঠিক কম্বিনেশন খুঁজে পেতে এবং বিশ্বকাপের জন্য ভালো প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবে।'

আগামী ৭ থেকে ১৩ এপ্রিলের মধ্যে টেক্সাসের হিউস্টনের প্রেইরি ভিউ ক্রিকেট কমপ্লেক্সে কানাডার সঙ্গে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র। একই মাঠে আগামী ২১ মে থেকে ২৫ মের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গেও তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে যুক্তরাষ্ট্র। আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র।

কানাডা সিরিজে যুক্তরাষ্ট্র দল

মোনাক প্যাটেল (অধিনায়ক), অ্যারন জোন্স (সহ-অধিনায়ক), অ্যান্ড্রিস গাউস, কোরি অ্যান্ডারসন, গজানন্দ সিং, হারমীত সিং, জেসি সিং, মিলিন্দ কুমার, নিসর্গ প্যাটেল, নিতীশ কুমার, নশটুশ কেঞ্জিগে, সৌরভ নেত্রভাল্কার, শেডলি ফন স্কালওয়েক, স্টিভেন টেলর ও উসমান রফিক।

রিজার্ভ; হুয়ানোয় ড্রাইসডেল, সাইটেহা মুক্কামাল্লা, শায়ান জাহাঙ্গীর।

অস্ট্রেলিয়াতেও কি 'অবাধ্য' ক্রিকেটার? একাধিক তারকার সঙ্গে চুক্তি করল না বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) মতো কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে একাধিক পরিচিত মুখকে বাদ দিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ডেভিড ওয়ার্নারের নাম নতুন তালিকায় না থাকা স্বাভাবিক। তিনি ছাড়াও তালিকায় একাধিক নামের অনুপস্থিতি বিস্মিত করেছে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

২০২৪-২৫ মরসুমের জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তির যে তালিকা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া প্রকাশ করেছে, তাতে ২৩ জন ক্রিকেটারের নাম রয়েছে। সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে নেই অলরাউন্ডার অ্যাশ্টন আগার এবং মার্কাস স্টোইনিসের নাম। কেন্দ্রীয় চুক্তি হারাচ্ছেন ওপেনার মার্কাস হ্যারিস এবং জোরে বোলার মিচেল নেসেরও। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে পাকাপাকি ভাবে অবসর নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ওয়ার্নার। কেন্দ্রীয় চুক্তির নতুন তালিকায় তাঁর নাম না থাকা স্বাভাবিক। ক্রিকেটপ্রেমীরা সব থেকে বিস্মিত হয়েছেন স্টোইনিসের বাদ পড়ার খবরে। ৩৪ বছরের ক্রিকেটার এখন আইপিএল খেলছেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে। পিঠের চোটের জন্য নিউ জলিয়্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ সিরিজে খেলতে পারেননি। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে তিনি থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বছরের শেষ দিকে রয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। সেই সিরিজও়ে স্টোইনিসকে প্রয়োজন হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার। তবু কেন্দ্রীয় চুক্তির নতুন তালিকায় তাঁর নাম নেই। ২৩ জনের তালিকায় নতুন এসেছেন চার জন। তাঁরা হলেন জোরে বোলার জভিয়ার ব্রাটলেট, নাথান এলিস, ব্যাটার ম্যাট শর্ট এবং অলরাউন্ডার অ্যারন হার্ডি। এঁদের প্রত্যেকেরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়ে গিয়েছে। নতুন তালিকা নিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, "যাদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং চুক্তিতে থাকার যোগ্য তাদেরই বেছে নিয়েছেন নির্বাচকেরা। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে নিয়মিত সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন ক্রিকেটারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।"

ওয়ার্নার এবং স্টোইনিস বাদে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে বাকি পরিচিত মুখেরা সকলেই জায়গা পেয়েছেন কেন্দ্রীয় চুক্তির নতুন তালিকায়। বাদ পড়া ক্রিকেটারদের কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায়নি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**